অগ্রগতি প্রতিবেদন

(জানুয়ারি ২০১৯ - ডিসেম্বর ২০২১)

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)

WORLD BANK GROUP

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)

(জানুয়ারী ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২১)

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)

পৃষ্ঠপোষকতায় ঃ

মোঃ আব্দুর রহিম

প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

কারিগরী দিক নির্দেশনায় ঃ

ড. মো. গোলাম রব্বানী, চীফ টেকনিক্যাল কোঅর্ডিনেটর, এলডিডিপি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

সম্পাদনায় ঃ

ড.মোঃ শাহজাহান আলী খন্দকার, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এক্সপার্ট, এলডিডিপি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

কল্যাণ কুমার ফৌজদার, ট্রেনিং এন্ড এক্সটেনশন এক্সপার্ট, এলডিডিপি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

ডাঃ মো নূরুল আমীন, উপপ্রকল্প পরিচালক, এলডিডিপি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

মোহাম্মদ শাহ আলম বিশ্বাস, উপপ্রকল্প পরিচালক, এলডিডিপি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

ড. এবিএম মুস্তানুর রহমান, উপপ্রকল্প পরিচালক, এলডিডিপি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

ইঞ্জিঃ পার্থ প্রদীপ সরকার, উপপ্রকল্প পরিচালক, এলডিডিপি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

ড. মোহাম্মদ শাকিফ-উল-আযম, উপপ্রকল্প পরিচালক, এলডিডিপি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

প্রকাশনায় ঃ

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

প্রকাশ কাল ঃ

ডিসেম্বর, ২০২১

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

"বাণী"

জাতির পিতার সুযোগ্য উত্তরসূরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন বান্ধব বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হলো সমৃদ্ধ, আত্মনির্ভরশীল এবং মেধাসম্পন্ন জাতি গঠন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমান জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ প্রত্যক্ষ এবং প্রায় ৫০% শতাংশ পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদের উপর নির্ভরশীল। বর্তমান সরকার দেশের দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সকল জনগোষ্ঠির প্রয়োজনীয় প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ এবং এ খাতকে রপ্তানীমূখী করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের ঐকান্তিক ইচ্ছায় দেশব্যাপী 'লাইভস্টক এন্ড ডেইরি ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প' গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের প্রাণিসম্পদ খাতের টেকসই উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রাণিজ আমিষ দুধ, ডিম ও মাংসের চাহিদা পূরণ করে প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানী করা সম্ভব হবে এবং দেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের সারিতে পদার্পনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। প্রকল্পটি ২০১৯ জানুয়ারী শুরু হয়ে ২০২৩ ডিসেম্বর সময়কালে বাস্তবায়িত হবে।

এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) হতে প্রকল্পের উদ্দেশ্য, সার্বিক কর্মকান্ড এবং ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়িত কার্যক্রমের তথ্য ও চিত্র নিয়ে প্রণীত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগটি অত্যন্ত সময়োচিত এবং প্রাসংগিক। প্রকাশনাটি এখাতের উদ্যোক্তা, খামারী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগনের প্রকল্প বাস্তবায়নে উপকারে আসবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এ প্রতিবেদনটি প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আল্লাহ হাফেজ।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

শ ম রেজাউল করিম, এমপি

সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

"বাণী"

বাংলাদেশের জনগনের প্রাণিজ পুষ্টির যোগান, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্য দূরীকরণ, সর্বোপরি অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান অপরিসীম। এ খাতের অবদান মোট জাতীয় উৎপাদনে (জিডিপি) ১.৪৭%, কৃষিজ জিডিপিতে ১৩.৬%, কর্মসংস্থানে- সার্বক্ষনিক ২০%, খন্ডকালীন ৫০% এবং চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানীতে মোট বার্ষিক রফতানি আয়ের ২.৪২%।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ খাতের অবদান এবং অপরিসীম সম্ভাবনা বিবেচনা করে সরকার বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্ব, সময়োপযোগী পরিকল্পনা এবং গবেষণা ও উন্নয়নখাতে বর্ধিত বাজেট বরাদ্দের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ খাতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ' প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প' জানুয়ারী, ২০১৯ থেকে ৫ বছর মেয়াদে দেশের ৬১টি জেলার ৪৬৫টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে ।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি সেক্টর উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাণিজাত পণ্যের মার্কেট লিংকেজ ও ভ্যাল চেইন উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও মাঝারী খামারীদের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদন এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ খাতে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে।

প্রকল্পের শুরু, অর্থাৎ জানুয়ারি, ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত সময়ের জন্য প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং প্রতিবেদনে প্রকল্পের উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, লক্ষমাত্রা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি ইত্যাদি তুলে করা হয়েছে।

এ অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ প্রতিবেদন মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজে সহায়ক হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আল্লাহ হাফেজ।

বাংলাদেশ চিরজীবি হোক

ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী

মহাপরিচালক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

"বাণী"

বাংলাদেশের পুষ্টি নিরাপত্তা, দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ খাত বর্তমানে অগ্রগন্য খাত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। প্রাণিজ আমিষের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থানে এ খাতের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। দেশ আজ মাংস ও ডিম উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ন। দুধ উৎপাদনও স্বংসম্পূর্নতার পথে। মাথাপিছু চাহিদা দৈনিক ২৫০ মি.লি. এর বিপরীতে বর্তমানে সরবরাহের পরিমান প্রায় ১৭৬ মি.লি। দেশের আপামর জনগনের প্রয়োজনীয় প্রাণিজ আমিষের যোগান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশকে একটি মেধাবী জাতি গঠনে এবং আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিনত করার ভিশনকে সামনে রেখে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর নিরলশভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

'প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প' (এলডিডিপি) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ন উন্নয়ন প্রকল্প যা দেশের দুধ মাংস ও ডিম উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখার পাশাপাশি প্রাণিজাত পণ্যের বাজার সংযোগ, ভ্যালুচেইন উন্নয়ন, জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করবে।

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্পের জানুয়ারী, ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর, ২০২১ এর প্রতিবেদনটিতে প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কার্যক্রম এবং অগ্রগতি চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। আমি আশা করি প্রতিবেদনটি মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

এ প্রতিবেদন তৈরীতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।

আল্লাহ হাফেজ।

বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

ডাঃ মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদা

প্রকল্প পরিচালক
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

"মুখবন্ধ"

প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাণিজাত পণ্যের মার্কেট লিংকেজ ও ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও মাঝারী খামারীদের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ প্রানীজ খাদ্য উৎপাদন এবং বেসরকারী উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ খাতে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন ইত্যাদি উদ্দেশে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্ব ব্যাংক এর যৌথ অর্থায়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধিনে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচেছ। প্রকল্পটির কার্যক্রম দেশের ৬১ টি জেলার ৪৬৫টি উপজেলায় (৩টি পার্বত্য জেলা ও উপজেলা বাদে) ১ জানুয়ারি, ২০১৯ থেকে ৫ বছর মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত।

প্রকল্পের কার্যক্রম ১ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখ থেকে আরম্ভের জন্য নির্ধারিত থাকলেও প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, ডিপিডি নিয়োগসহ প্রকল্পের পিএমইউ স্থাপন, কোনটাসা হিসাব চালু, ঋণের কার্যকারিতার শর্ত পূরণ ইত্যাদি কাজগুলো সম্পাদনে সময় ব্যয়িত হওয়ার কারণে প্রকল্পের প্রকৃত কার্যক্রম আরম্ভে বিলম্ব হয়। অপরদিকে ২০১৯ সালের মার্চ মাস হতে কোভিড-১৯ জনিত মহামারির কারণে দেশে কয়েক দফা লকডাউন অতিক্রম করার ফলে বিভিন্ন ধরনের ক্রয় কাজ যথাসময়ে সম্পাদন এবং মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কাজ বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হয়।

এ সকল প্রতিবন্ধকতা সত্বেও প্রকল্পের পিএমইউ সার্বক্ষনিক কাজ করে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে প্রকল্পের অধীনে ইতোমধ্যে প্রায় ৩৫৯৫ খামারী গ্রুপ গঠন করা হয়েছে এবং প্রায় ৭ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী ও এলএসপিদের প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে। কোভিড-১৯ জনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত খামারীদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখার জন্য প্রকল্পের অধীনে ইমারজেন্সি এ্যাকশন প্লান কার্যক্রমের আওতায় প্রায় ৫.৯৭ লক্ষ খামারীকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রায় ৬৯৮.৯৫ কোটি টাকা আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে। বিগত রমজান মাসে নিরবিচ্ছিন্নভাবে দুধ,মাংস ও ডিম সরবরাহ এবং খামারীদের পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্পের আওতায় রেন্টাল ভেহিকেল ব্যবস্থায় দেশে প্রথমবারের মতো ভ্রাম্যমান দুধ, মাংস ও ডিম বিক্রয় পরিচালনা করা হয়। প্রকল্পের আওতায় দুগ্ধ দিবস ও সপ্তাহ পালন এবং উপজেলা পর্যায় প্রাণিসম্পদ মেলার আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া প্রাণিসম্পদ সেবা কৃষকের কাছে নিরবিচ্ছিন্নভাবে পৌঁছানোর লক্ষে ৩৬০টি মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক (MVC) ক্রয় করা হয়েছে ।

মাঠ পর্যায়ে বেইজ লাইন সার্ভেসহ খামারী গ্রুপ তৈরী, খামারীদের প্রশিক্ষণসহ প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালাসহ বিভিন্ন ধরনের নীতিমালা ও গাইড লাইন তৈরী এবং প্রাণিজাত পণ্যের বহুমুখীকরণ ইত্যাদি কাজে সহায়তা করার জন্য এফএও, সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকায় আধুনিক জবাইখানাসহ বিভিন্ন ধরনের নির্মাণ কাজে সহায়তা করার জন্য ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্ম এবং এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিষ্ট্যান্স ও প্রাণিজাত খাদ্যের ঝুঁকি নির্ণয়সহ নিরাপদ খাদ্য তৈরীর বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের আইনগত ও বাস্তবভিত্তিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ইউনিডো'কে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের নিজস্ব প্রকৌশলীর সহায়তায় ইতোমধ্যে ২৩৮টি উপজেলায় প্রশিক্ষণ কক্ষ নির্মান এবং ৬টি সরকারী খামারের সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে । প্রকল্পের শুরু থেকে ডিসেম্বর/২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৮% । প্রকল্পের অধীনে ম্যাচিং গ্রান্ট বাস্তবায়নের জন্য এগ্রিবিজনেজ ফার্ম নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। আশা করা যায় চলতি ২০২১-২০২২ অর্থবছর হতে প্রকল্পের ভৌত এবং আর্থিক অগ্রগতি অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।

এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং ভবিষ্যৎতে এ সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে প্রত্যাশা করছি।

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) এর অগ্রগতি (জানুয়ারী, ২০১৯-ডিসেম্বর, ২০২১) প্রতিবেদনে প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্যমাত্রা ও কার্যক্রম সর্ম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারনা ও অগ্রগতির চিত্র প্রদান করা হয়েছে।

আমি আশা করি অগ্রগতির প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারসহ মাঠ পর্যায়ে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিকট প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হবে। এ প্রতিবেদন তৈরীতে প্রকল্পের সিটিসি, সকল ডিপিডি এবং সংশ্লিষ্ট পরামর্শকবৃন্দকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।

মোঃ আব্দুর রহিম

অগ্রগতি প্রতিবেদন

(জানুয়ারী ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২১)

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)

সূচি পত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) এর সংক্ষিপ্ত বিবরণী	০১
ক)	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	০১
খ)	প্রকল্পের বিভিন্ন কম্পোনেন্টের পরিচিতি	০১
গ)	প্রকল্পের অভীষ্ট ফলাফল	০৩
ঘ)	প্রকল্পের প্রধান নির্দেশকসমুহ	০৪
২.	প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	০৫
৪.	প্রকল্পের সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	০৮
৫.	প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি	১০
৬.	প্রকল্পের আওতায় ইমারজেন্সি এ্যকশান প্লান (ইএপি) বাস্তবায়ন	৩২
ক)	ইএপি এর আওতায় প্রণোদনা প্রদানের তথ্য	৩৪
খ)	প্রণোদনা প্রাপ্ত একজন খামারীর কেস ষ্টাডি	৪০
গ)	প্রকল্পের ইএপি'র আওতায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রচার কার্যক্রম	৪১
ঘ)	করোনা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধিতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বার্তা	৪২
ঙ)	করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ ডেইরি খামারিদের ক্রিম সেপারেটর মেশিন সরবরাহ	৪৩
চ)	লকডাউন সময়ে ভ্রাম্যমান দুধ, ডিম, মাংস বিক্রয়ে প্রকল্পের বিশেষ উদ্যোগ	৪৩
৭.	প্রকল্পের ক্রয় কাজের অগ্রগতি	৪৪
৮.	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	৪৫
৯.	প্রকল্প বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ	৪৭
১০.	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট আদ্যক্ষর সমষ্টি (Acronyms)	৫০
১১.	প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিএমইউ) তে কর্মরত কর্মকর্তা, পরামর্শক ও কর্মচারীদের তথ্য	৫১

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

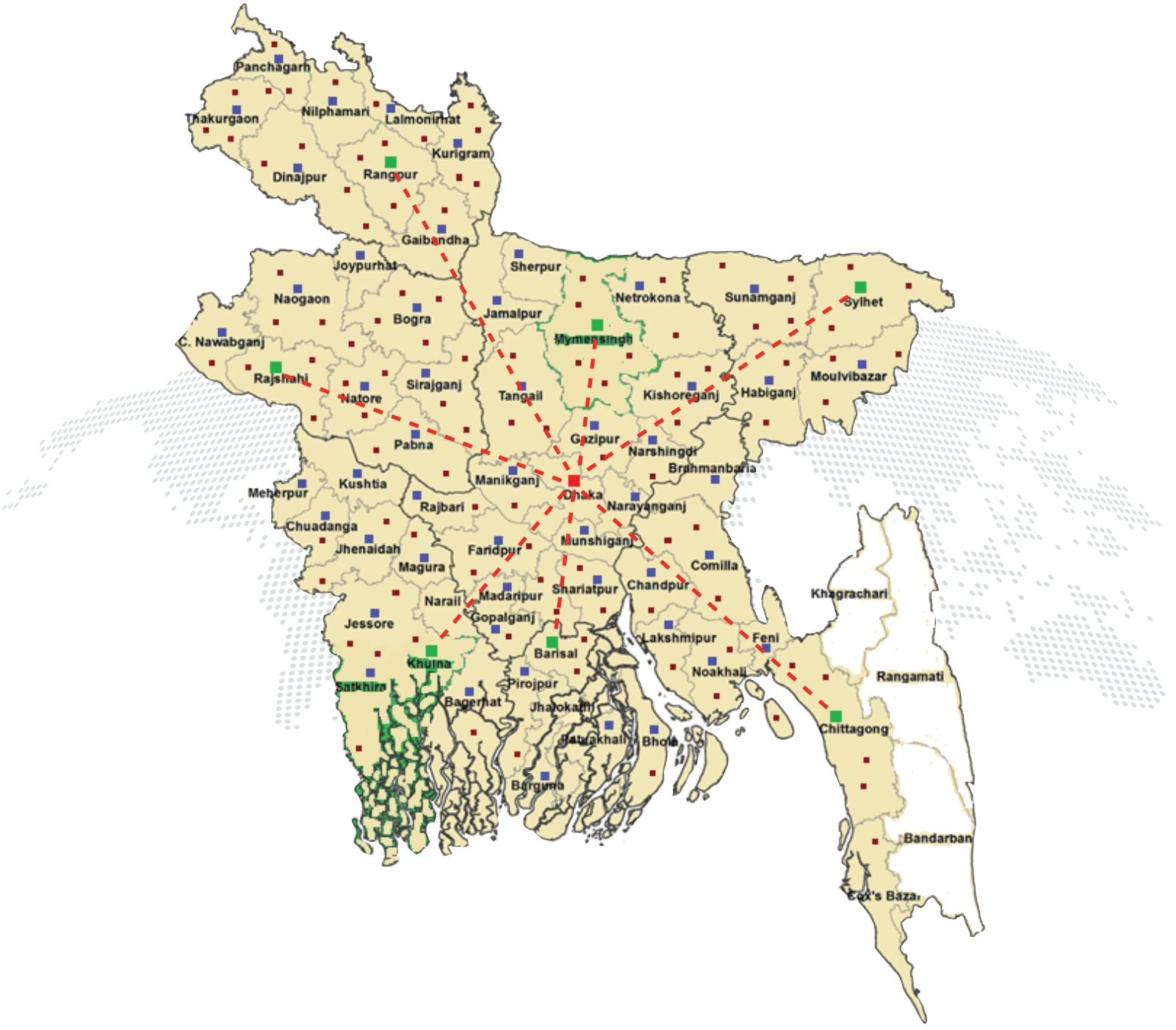

এলডিডিপি এলাকা প্রকল্প বর্হিভূত এলাকা

- পিএমইউ ঃ ডিএলএস, ঢাকা
- পিআইইউ ঃ বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর-৮ টি
- পিআইইউ ঃ জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর - ৬১ টি
- পিআইইউ ঃ উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর-৪৬৫ টি

প্রথম অধ্যায়

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) এর সংক্ষিপ্ত বিবরণী

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্ব ব্যাংক এর যৌথ অর্থায়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়াধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন একটি বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প। প্রকল্পটি ৪২৮০৩৬.৪৮ লক্ষ টাকা (জিওবি-৩৯৪৬৩.৪১ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য-৩৮৮৫৭৩.০৭ লক্ষ) প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১ জানুয়ারি, ২০১৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ৫ বছর মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ৭ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির কার্যক্রম দেশের ৬১ টি জেলার ৪৬৫টি উপজেলায় (৩টি পার্বত্য জেলা ও উপজেলা বাদে) বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত।

ক) প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্প এর সামগ্রিক উদ্দেশ্য ঃ

প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাণিজাত পণ্যের মার্কেট লিংকেজ ও ভ্যালু চেইন সৃষ্টি, ক্ষুদ্র ও মাঝারী খামারীদের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদন এবং বেসরকারী উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ খাতে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন।

প্রকল্প এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ঃ

১) উন্নত প্রযুক্তিতে খাদ্য ও পুষ্টি সরবরাহ, প্রাণিস্বাস্থ্য এবং কৃত্রিম প্রজনন সেবা প্রদানের মাধ্যমে খামারী/পারিবারিক পর্যায়ে পশু-পাখির উৎপাদনশীলতা কমপক্ষে ২০% বৃদ্ধি করা;

২) ৫৫০০টি প্রাণিসম্পদজাত পণ্য উৎপাদনকারী সংগঠন (প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন-পিও) গঠনের মাধ্যমে পণ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বিতভাবে মার্কেট লিংকেজ এবং ভ্যালু চেইন সিস্টেম উন্নত ও শক্তিশালী করা;

৩) বিভিন্ন পলিসি প্রণয়ন, দক্ষতা অর্জন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

৪) নিরাপদ প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য উৎপাদন এবং মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নতি করা;

৫) প্রাণিসম্পদ সম্পর্কীত আধুনিক জ্ঞান ও পশু বীমা'র উন্নয়নসহ প্রাণিসম্পদের টেকসই বৃদ্ধির জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

খ) প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ ঃ

এলডিডিপি এর কার্যক্রমসমূহ ৪টি মূল কম্পোনেন্টে বিভক্ত। কম্পোনেন্টগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নরুপ ঃ

প্রকল্পের কম্পোনেন্ট	সাব-কম্পোনেন্ট	প্রধান কার্যক্রম সমূহ
কম্পোনেন্ট-এঃ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও ইনোভেশন	এ১-প্রোডিউসার গ্রুপ/ অর্গানাইজেশনগুলোকে সহায়তা প্রদান	● একই ভ্যালুচেইনের প্রোডিউসার গ্রুপ/ অর্গানাইজেশনকে সহায়তা প্রদান ও তাদের ব্যবসায় দক্ষতা বৃদ্ধি
	এ২- প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান	প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম- ● খাদ্য এবং পুষ্টি ● জাত উন্নয়ন ● রোগ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ ● বিভিন্ন ধরনের প্রদর্শনী, বিনিয়োগ সহায়তা, বায়োসিকিউরিটি, ইত্যাদি

কম্পোনেন্ট-বিঃ মার্কেট লিংকেজ এবং ভ্যালু চেইন ডেভেলপমেন্ট	বি১-প্রোডাক্টিভ পার্টনারশীপের মাধ্যমে মার্কেট লিংকেজ স্থাপন	● প্রোডিউসার অর্গানাইজার এবং এগ্রিবিজনেসে (ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, প্রসেসর, অনগ্রসর কৃষি ব্যবসা সমূহ) নিয়োজিতদের মধ্যে পার্টনারশীপের মাধ্যমে এবং প্রোডিউসার অর্গানাইজার কর্তৃক সরাসরি বাজারজাতকরণ যেমন- ● প্রোডাকাটভ পার্টনারশীপ গঠনের জন্য ম্যাচিং গ্রান্ট প্রদান ● ডেইরি হাব স্থাপন ● ভিলেজ মিল্ক কালেকশান সেন্টার তৈরী
	বি২- ভ্যালুচেইন উন্নয়নের জন্য ক্লাইমেট রিজিলিয়েন্ট অবকাঠামো নির্মাণ	● উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে যথাক্রমে ওয়েট মার্কেট ও স্লটার হাউজ নির্মাণ, ● নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ স্থাপনা নির্মাণ
	বি৩-প্রাণিপুষ্টি সর্ম্পকে ভোক্তা সচেতনতা বৃদ্ধি	● স্কুল মিল্ক প্রোগ্রাম ● পুষ্টি সচেতনামূলক প্রশিক্ষণ এবং প্রচারণা
কম্পোনেন্ট- সিঃ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু সহিষ্ণু উৎপাদন পদ্ধতি	সি১- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নলেজ প্লাটফর্ম স্থাপন	লাইভষ্টক সেক্টরের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মানবসম্পদ এবং অবকাঠামো উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ- ● জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ সেবার মান উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা ● একাডেমিক ও ভকেশানাল প্রশিক্ষণ ● দেশীয় এবং আর্ন্তজাতিক পার্টনারশীপ ● বিভিন্ন বিষয়ে ফিজিবিলিটি ষ্টাডি
	সি২- খাদ্য নিরাপত্তা এবং গুণগতমান নিশ্চিতকরণ	●বিভিন্ন ধরনের বিধি প্রণয়ন ও প্রয়োগ ●খাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ ও পরিবেশের নিরাপত্তা ইস্যুতে ICT প্রশিক্ষণ ও ব্যবহার
	C3- প্রাণিসম্পদ ঝুঁকি প্রশমন	প্রাণিসম্পদ ঝুঁকি প্রশমনের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা- ●লাইভষ্টক ইন্সুরেন্সের প্রাকপ্রস্তুতি অবস্থা তৈরী ●লাইভষ্টক ইন্সুরেন্স প্রোডাক্টের পাইলটিং ●জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনা
	সি৩- আকস্মিক দূর্যোগে জরুরি প্রতিক্রিয়া	প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট সংকটের কারনে জরুরি অবস্থার সৃষ্টি হলে প্রয়োজনীয় সাড়া প্রদান ●বন্যা/খরা ●রোগের মহামারী
কম্পোনেন্ট-ডিঃ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন	ডিএলএস হেড কোয়ার্টার এ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (PMU) প্রতিষ্ঠা	প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধীনে- ●ঢাকায় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (PMU) প্রতিষ্ঠা এবং ●ইউএলও, ডিএলও, এবং বিভাগীয় পরিচালক অফিসে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (PIUs) প্রতিষ্ঠা।

গ) প্রকল্পের অভীষ্ট ফলাফল (OUT COMES) ঃ

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প সফল বাস্তবায়নের ফলে প্রাণিসম্পদ খাতে ইতিবাচক ফলাফল অর্জিত হবে বলে আশা করা যায়। প্রকল্পের কম্পোনেন্টভিত্তিক অভিষ্ট ফলাফল নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১. কম্পোনেন্ট-এ ঃ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি (Productivity Improvement)

ক) ৫৫০০ প্রোডিউসার অর্গানাইজেশান/ফার্মারস অর্গানাইজেশান গুলির জন্য ৫০% সম্মিলিত এবং/অথবা স্বতন্ত্র দক্ষতা বৃদ্ধি;

খ) লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি) এর দক্ষতা প্রতিবছর ৫-১০% বৃদ্ধি;

গ) বিভিন্ন ব্যবসায়ের প্রায় ৪৬৫০ সংখ্যক প্রাণিসম্পদ উদ্যোক্তা সৃষ্টি;

ঘ) প্রাণিসম্পদের উৎপাদন প্রতি বছর ৫-৭% বৃদ্ধি;

ঙ) সুবিধাভোগী পরিবারে পশু-পাখির পশুর রোগবালাই প্রতিবছর ৫-১০% হ্রাস;

চ) নিরাপদ দুধ এবং মাংস/পণ্যগুলির প্রাপ্যতা ১০% বৃদ্ধি;

২. কম্পোনেন্ট-বি ঃ বাজার সংযোগ এবং ভ্যালু চেইন উন্নয়ন (Market Linkage and Value Chain development)

ক) নির্বাচিত অঞ্চলে নিরাপদ মাংসের প্রাপ্যতা ৫০% এ বৃদ্ধি;

খ) ৭৬০টি পশুখাদ্য উদ্যোক্তা এবং ১০ টি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উদ্যোক্তা সৃষ্টি;

গ) ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড গঠনের প্রাথমিক প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহন;

ঘ) নির্বাচিত অঞ্চলে উৎপাদকদের পণ্যের ৩০-৫০% এর বাজারজাতকরণ;

৩. কম্পোনেন্ট-সি ঃ প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ব্যবস্থায় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু সহিষ্ণুতার উন্নয়ন (Improving Risk Management and Climate resilience of Livestock Production System)

ক) উন্নত ভেটেরিনারি পরিষেবায় খামারীদের সেবা প্রাপ্তি প্রতি বছর ৫% হারে বৃদ্ধি;

খ) ডিএলএস কর্মকর্তাদের পেশাদার দক্ষতা প্রতিবছর ১০% উন্নতি;

গ) ভ্যালু চেইন ভিত্তিক খাদ্য সুরক্ষা নিরীক্ষণ ক্ষমতা প্রতি বছর ৫% বৃদ্ধি;

ঘ) প্রাণিসম্পদ খামারীদের গবাদিপশু বীমার আওতায় আনার প্রাক সুযোগ সৃষ্টি।

৪. কম্পোনেন্ট-ডি ঃ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন (Project Management and Monitoring & Evaluation)

ক) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধীনে প্রকল্প ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (পিএমইউ) স্থাপন;

খ) বিভাগ, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ) স্থাপন;

গ) প্রকল্প ষ্টিয়ারিং কমিটি গঠন;

ঘ) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন;

ঙ) প্রায় ৬০৩৭ নতুন জনশক্তির মাধ্যমে এই খাতে সেবা প্রদান।

ঘ) প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমুহ অর্জনের লক্ষ্যে নিম্ন বর্ণিত কার্যক্রমসমূহের সংস্থান রয়েছে-

কম্পোনেন্ট-এ ঃ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি (Productivity Improvement)

১) ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ সেবা সম্প্রসারনে ৪২০০ জন লাইভষ্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি) তৈরী করা এবং তাদের ব্যবসায় পরিকল্পনা বিষয়সহ বিভিন্ন সেবা প্রদান বিষয়ে প্রশিক্ষণ;

২) প্রকল্প এলাকায় ৫৫০০টি প্রোডিউসার গ্রুপ ও ৫৫০০ টি কৃষক মাঠ স্কুল (এফএসএস) গঠন;

৩) প্রকল্প এলাকার প্রায় ১,৯১,০০০ জন সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরণ, ব্যবসা পরিকল্পনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;

৪) ইনোভেটিভ খামারীদের নিয়ে ৪৬৫টি উপজেলায় প্রদর্শনী খামার স্থাপন;

৫) প্রকল্প এলাকায় এফএমডি ভ্যাকসিনেশন এবং কৃমি দমন ক্যাম্পেইনিং এর মাধ্যমে গবাদিপশুর ধারাবাহিকভাবে (প্রোগ্রেসিভ) রোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

৬) ৩৫০টি উপজেলায় গবাদিপশুর ম্যাস্টাইটিস, প্রজনন ও বিপাকীয় রোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ধারাবাহিক (প্রোগ্রেসিভ) কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

৭) প্রকল্প এলাকার ২৬০০০ টি বাণিজ্যিক ও সোনালী পোল্ট্রি ফার্মে সাধারণ রোগব্যাধির বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা উন্নতকরণ;

৮) দুধালো জাতের গাভীর কৌলিক মান উন্নয়নের জন্য ৫০টি বিশুদ্ধ জাতের ডেইরি বকনা সংগ্রহ;

৯) ৬টি সরকারী গো-প্রজনন খামারে বীফ ক্যাটেল উন্নয়ন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন;

১০) ১৫০০ প্রোডিউসার গ্রুপে কমিউনিটি পর্যায়ে ছাগল-ভেড়ার প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন;

১১) ৭ টি সরকারী ছাগল খামারে ছাগল/ভেড়া জাত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহন করা;

১২) ১টি সোনালী ব্রিডিং ফার্ম ও ১টি সার্টিফাইড সোনালী হ্যাচারীর মডেল তৈরী;

১৩) গুনগত মানসম্পন্ন সুষম খাদ্য প্রস্তুতে ৭৬০টি পশু খাদ্য উৎপাদন কেন্দ্রে টিএমআর মেশিন স্থাপন এবং ক্ষুদ্র আকারে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ টেকনোলজী সম্প্রসারণে ১০০টি ফিড প্রসেসিং মেশিন স্থাপনে সহায়তা;

১৪) ৪০০০টি গাভীর গর্ভকালীন সময়ে এবং বাছুর পালনে পরিপূরক খাদ্যাভাস অনুশীলন কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

১৫) ৪৬৫টি উপজেলায় উন্নত জাতের ঘাস উৎপাদন কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

১৬) খামার পর্যায়ে গবাদিপশুর গোবর সার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৪৮টি প্রদর্শনী স্থাপন;

১৭) প্রকল্প এলাকায় ২০০০ টি পোল্ট্রি ফার্মে বায়োসিকিউরিটি এবং পুষ্টি ব্যবস্থাপনা অনুশীলন;

১৮) ২০০০০ টি ডেইরি খামারের উৎপাদন উন্নতকরণে বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান;

১৯) ৩০০০ টি গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ খামারের উৎপাদন উন্নতকরণে বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান;

২০) ৩০০০ টি ছাগল-ভেড়ার খামারের উৎপাদন উন্নতকরণে বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান;

২১) ২০০০টি ক্ষুদ্র বাণিজ্যিক মুরগি খামারের উৎপাদন উন্নতকরণে বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান;

২২) ১০০০০টি ক্ষুদ্র বাণিজ্যিক সোনালী, টার্কি, গিনি ফাউল, কোয়েল খামারের উৎপাদন উন্নতকরণে বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান;

২৩) ৬০০০টি দেশী (ছেড়ে পালা) মুরগির উৎপাদন উন্নতকরণে বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান;

২৪) উপকূলীয় এলাকায় গবাদিপশুর জন্য ২০টি স্থানে নিরাপদ পানির ব্যবস্থাকরণ;

কম্পোনেন্ট-বি ঃ বাজার সংযোগ এবং ভ্যালু চেইন উন্নয়ন (Market Linkage and Value Chain development)

২৫) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অফিসার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের (বর্তমানে বিসিএস লাইভস্টক একাডেমি) অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ;

২৬) উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা প্রাণিসম্পদ ভবনে উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে ২৩৮ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ;

২৭) ভোক্তা সচেতনতা এবং পুষ্টি সচেতনতা বাড়াতে পরীক্ষামূলকভাবে ৭০০টি স্কুলে ১,৪০,০০০ জন শিক্ষার্থীদের দুগ্ধপান কার্যক্রম পরিচালনা;

২৮) প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন প্রতি বছর কেন্দ্রিয় ও জেলা পর্যায়ে বিশ্ব দুগ্ধ দিবস এবং দুগ্ধ সপ্তাহ উদযাপন;

২৯) পুষ্টি, জনস্বাস্থ্য এবং নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে গণমাধ্যমে ক্যাম্পেইন;

৩০) ৪৬৫টি উপজেলায় প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন প্রতি বছর প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী এবং মাঠ দিবস উদযাপন করা;

৩১) স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য ৩টি মহানগর/সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আধুনিক পশু জবাইখানা নির্মাণ;

৩২) জেলা পর্যায়ে ২০টি যথাযথ মানসম্মত পশু জবাইখানা নির্মাণ;

৩৩) উপজেলা পর্যায়ে ১৯২টি মাংসের কাঁচা বাজার উন্নয়ন/স্লটার স্লাব নির্মাণ;

৩৪) বেসরকারী উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৪০০টি ভিলেজ মিল্ক কালেকশন সেন্টার (ভিএমসিসি) স্থাপন;

৩৫) আঞ্চলিক পর্যায়ে ২০টি ডেইরি হাব প্রতিষ্ঠাকরণ;

৩৬) অধিক দুগ্ধ উৎপাদন এলাকায় ভিএমসিসিতে ১৭৫টি দুগ্ধ শীতলীকরণ ইউনিট প্রতিষ্ঠাকরণ;

৩৭) দেশের বিভিন্ন স্থানে ৪৬৫টি দুধ প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট স্থাপন;

৩৮) খামার বর্জ্য এবং গোবর দিয়ে বায়োগ্যাস এবং জৈব সার উৎপাদন ও বিপণনের জন্য ১০ জন বেসরকারী উদ্যোক্তা তৈরি;

৩৯) ১৬টি পশুখাদ্য ও ফডার সংরক্ষন প্রদর্শনী স্থাপন;

৪০) ১০০টি ছোট পশুখাদ্য কারখানায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তির উন্নয়নে সহায়তা প্রদান;

কম্পোনেন্ট-সি ঃ প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ব্যবস্থায় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু সহিষ্ণুতা অবস্থার উন্নয়ন করা। (Improving Risk management and climate resilience of Livestock Production System)

৪১) লাইভষ্টক ফিড সার্টিফিকেশন এবং ইনফরমেশন সিস্টেম তৈরী;

৪২) প্রকল্প এলাকায় এন্টি মাক্রোবিয়াল রেজিষ্ট্যান্ট, মাইক্রোবিয়াল এবং রাসায়নিক সার্ভিলেন্স প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন;

৪৩) প্রকল্পের আওতায় দেশে ও বিদেশে ৩০টি এমএস, ১৮টি পিএইচডি ও ৬০টি রেসিডেন্সি কোর্স এবং ২২ টি গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

৪৪) পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে ১০৫০ জন কর্মকর্তা/পেশাদার ব্যক্তি/কৃষকদের জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণ;

৪৫) পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ৮৩৪০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন বিষয়ে অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ প্রদান;

৪৬) ফুড সেফটি লিগ্যাল এনফোর্সমেন্ট এর উপর ১০টি 'মাল্টি স্টেকহোল্ডার ডিসেমিনেশন' ওর্য়াকশপ অনুষ্ঠান;

৪৭) বিভিন্ন ফুড সেফটি মোডালিটির উপর কর্মকর্তা-কর্মচারী, খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রদর্শণী খামার স্থাপন;

৪৮) পাইলট আকারে প্রাণিসম্পদ বীমা কার্যক্রম প্রবর্তন;

৪৯) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ৬টি সরকারী গো-প্রজনন খামারের অবকাঠামো সংস্কার;

৫০) জেলা পর্যায়ে ১১টি কৃত্রিম প্রজনন (এআই) কেন্দ্র নির্মাণ/সংস্কার;

৫১) বিভাগীয় পর্যায়ে ৭টি ফিড এনালাইসিস ল্যাব স্থাপন এবং জেলা পর্যায়ে বিদ্যমান ২১টি ফিড ল্যাবের উন্নয়ন;

৫২) উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ভেটেরিনারি পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে ৪৬৫টি মিনি ডায়াগনোস্টিক ল্যাব স্থাপন;

৫৩) প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভেটেরিনারি পরিষেবা সম্প্রসারণে ৩৬০টি উপজেলায় মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক কার্যক্রম চালু;

৫৪) প্রকল্প এলাকার জেলা ভেটেরিনারি হসপিটাল (ডিভিএইচ) এবং এফডিআইএল এর মান উন্নয়ন;

৫৫) ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

৫৬) মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রাণিসম্পদ নলেজ প্লাটফর্ম সেক্রেটারিয়েট স্থাপন;

৫৭) কন্টিনজেন্সি ইমারজেন্সি রেসপন্স এর আওতায় ইমার্জেন্সি অ্যাকশন প্লান (বিশেষ প্রণোদনা) কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

কম্পোনেন্ট-ডি ঃ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (Project Management and Monitoring & Evaluation)

৫৮) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে প্রকল্প ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (পিএমইউ) অফিস স্থাপন;

৫৯) বিভাগ, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিচালন ও পরীবিক্ষণ ইউনিট (পিআইইউ) স্থাপন;

৬০) এলডিডিপি ওয়েবসাইট তৈরী ও পরিচালনা;

৬১) জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলায় ভেহিকেল-রেন্টাল সার্ভিস প্রদান।

এলডিডিপি এর সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

ক) প্রকল্পের সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

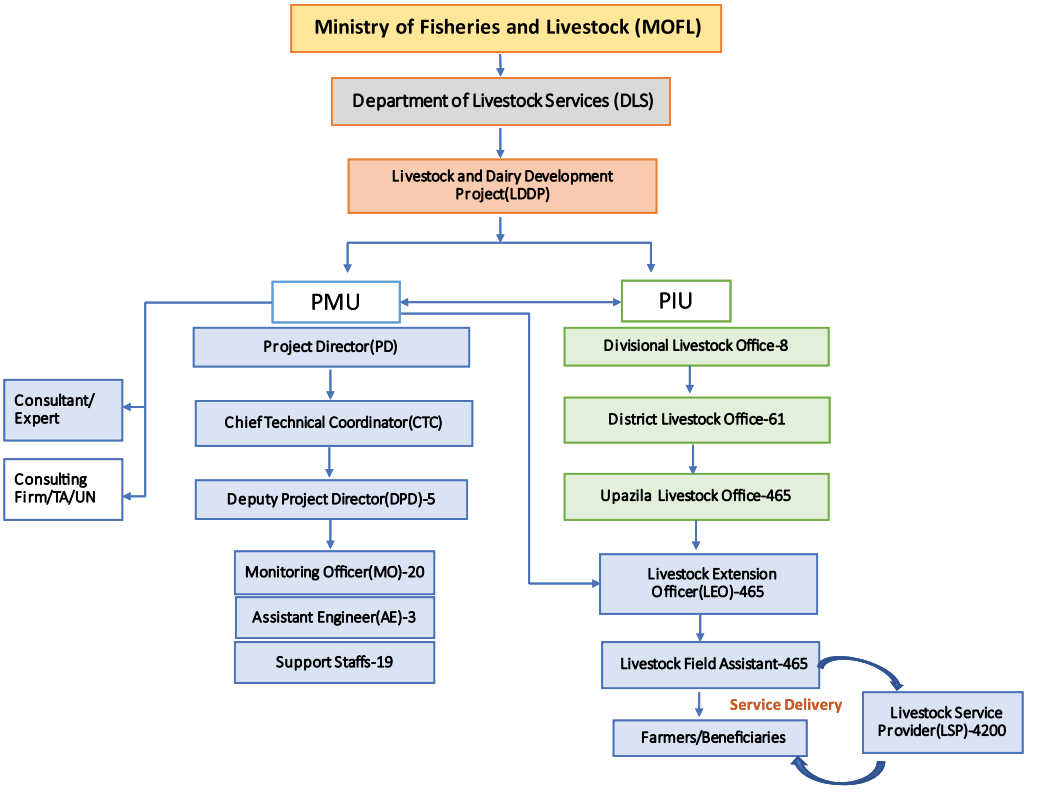

খ) প্রকল্পের জনবল কাঠামো ঃ

পিএমইউ পর্যায়ে	প্রকল্প পরিচালক	১
	চীফ টেকনিক্যাল কোঅর্ডিনেটর	১
	ডিপিডি	৫
	কনসালট্যান্ট	২৬
	একাউট্যান্ট	৩
	অফিস এসিসট্যান্ট	৩
	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৩
	পারসোনাল এসিসট্যান্ট	২
	অফিস এসিসট্যান্ট	৩
	অফিস সহায়ক	৫
	ড্রাইভার	৮
জেলা পর্যায়ে	মনিটরিং অফিসার	২০
উপজেলা পর্যায়ে	এলইও	৪৬৫
	এলএফএ	৯৩০
	ড্রাইভার (এমভিসি)	৩৬০
ইউনিয়ন পর্যায়ে	এলএসপি (স্বেচ্ছাসেবী)	৪২০০
	মোট	৬০৩৫

গ) প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি ঃ

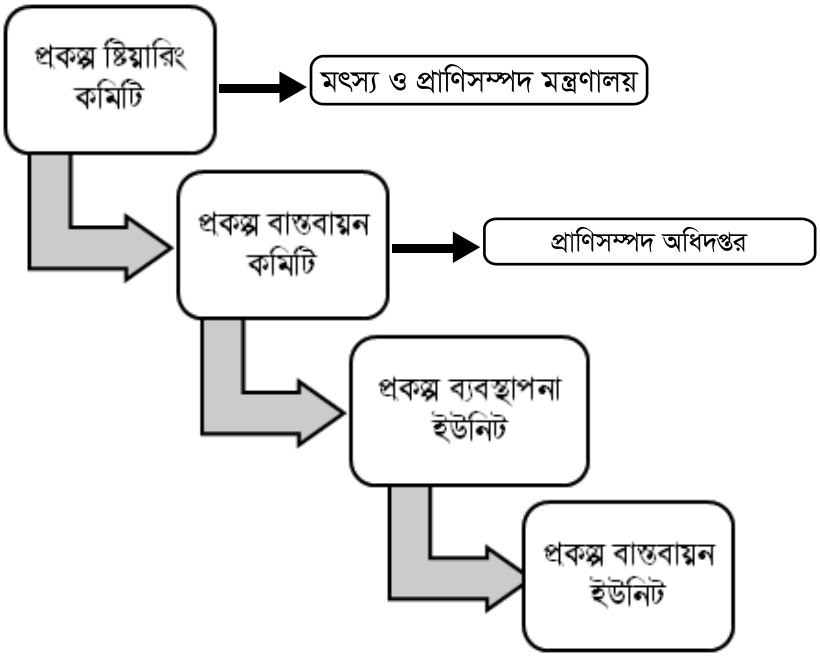

প্রকল্প ষ্টিয়ারিং কমিটি (PSC) ঃ প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি প্রকল্পের বিভিন্ন নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য সর্বোচ্চ আন্তঃ মন্ত্রনালয় কমিটি। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং স্টেকহোল্ডার এর সমন্বয়ে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট পিএসসি গঠিত হয়েছে। সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর সভাপতিতে বছরে কমপক্ষে দুইবার পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য নির্দ্ধারিত। সভায় প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে চিহ্নিত প্রতিবন্ধকতাসমুহের সমাধানসহ প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত ৪টি পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) ঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থার প্রতিনিধি এবং স্টেকহোল্ডার এর সমন্বয়ে ১১ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি গঠিত হয়েছে। প্রতি ৩ মাস অন্তর পিআইসি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ এবং কোন জটিলতা দেখা দিলে কমিটি কর্তৃক প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (PMU) ঃ প্রকল্পের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১জন প্রকল্প পরিচালক, ১জন চীফ টেকনিক্যাল কোঅর্ডিনেটর, ৫জন উপ প্রকল্প পরিচালক, ৪জন সহকারী প্রকৌশলী, ২০ জন মনিটরিং কর্মকর্তা (এমও) এর সমন্বয়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট গঠিত। ইতোমধ্যে পিএমইউতে প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব) সহ সকল পদে জনবল নিয়োগ ও পদায়ন করা হয়েছে। প্রকল্প ইউনিটকে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক এ পর্যন্ত ১৮জন পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (PIU) ঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দপ্তরগুলি প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট হিসেবে কাজ করছে। প্রতিটি উপজেলায় এলডিডিপি'র ১ জন করে মোট ৪৬৫জন এলইও, ২ জন করে মোট ৯৩০ জন এলএফএ এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ১জন করে মোট ৪২০০জন এলএসপি প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত আছে। পাশাপাশি ফিল্ড মনিটরিং অফিসার, সহকারী প্রকৌশলী এবং প্রকল্পের বিশেষজ্ঞগন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করেন।

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু

প্রকল্পটি প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণের সকল স্তর অতিক্রম করে গত ৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করে। অতপর: ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে প্রকল্পটির যাত্রা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, মাননীয়মন্ত্রী কৃষি মন্ত্রণালয় এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে জনাব মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। উদ্বোধনী অনুস্থানে সভাপতিত্ব করেন জনাব রইছুল আলম মন্ডল, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

চিত্র ঃ প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(জানুয়ারী ২০১৯ - ডিসেম্বর ২০২১)

কম্পোনেন্ট-এ ঃ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি (Productivity Improvement)

১. প্রকল্প এলাকায় প্রাণিসম্পদ বেইজ লাইন সার্ভে ঃ

প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প এলাকায় প্রাণিসম্পদের বেইজ লাইন সার্ভে একটি গুরুত্বপূর্ন কার্যক্রম। প্রকল্প এলাকায় নির্বাচিত সুফলভোগীদের বেইজ লাইন সার্ভে রিপোর্টের তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে প্রকল্প এলাকায় সুফলভোগী নির্বাচন, প্রোডিউসার গ্রুপ গঠন, খামারী নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, বিনিয়োগ সহায়তা, গ্রান্ট, সাব গ্রান্ট, ম্যাচিং গ্রান্ট প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি-

● প্রকল্পের শুরুতে প্রকল্প এলাকার যে সকল পরিবারে প্রাণিসম্পদ রয়েছে তাদের সকলের শুমারী সম্পন্ন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ৬১টি জেলার ৪৬৫টি উপজেলার সকল প্রাণিসম্পদ খামারীদের বাড়ীতে গিয়ে নির্দিষ্ট ছকে প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত তথ্য এলএসপিদের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহিত তথ্যের ভিত্তিতে পিএমইউতে এসকল খামারীদের ডাটা বেইজে তৈরীর কাজ চলছে।

● এ এতদ্যাতিত কার্যক্রমের আওতায় পিএমইউ এবং এফএও যৌথভাবে ৫৫০০ প্রোডিউসার গ্রুপের সদস্যদের বেইজ লাইন সার্ভে কার্যক্রম শুরু করেছে যা ডিসেম্বর মাসেই সম্পন্ন হবে।

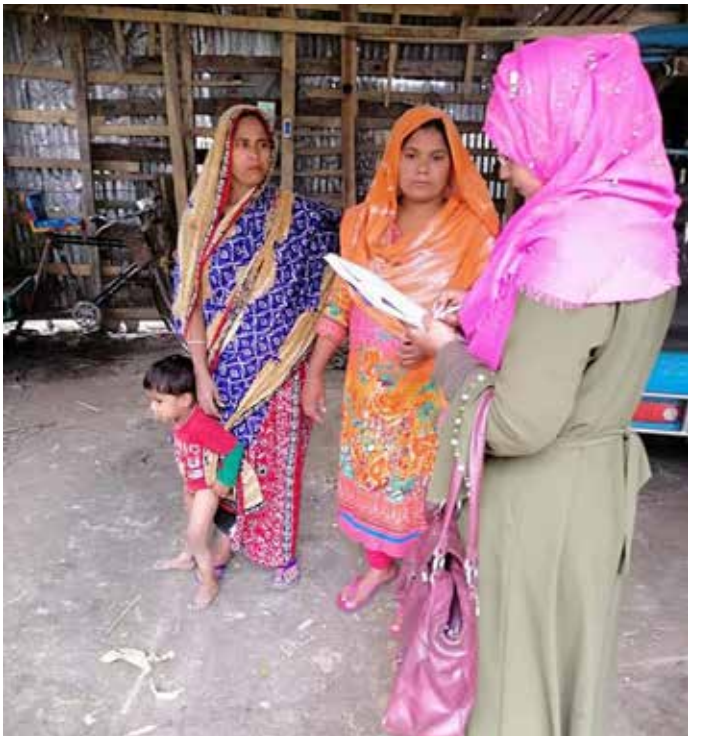

চিত্র ঃ এলএসপি কর্তৃক প্রাণিসম্পদ তথ্য সংগ্রহ

২. প্রকল্পের কর্মচারী ও এলএসপিদের লজিস্টিক সরবরাহ ঃ

মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথ ও দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের কর্মচারী ও এলএসপিদের বিভিন্ন লজিস্টিকস যেমন- বাইসাইকেল, ট্যাব, সিম কার্ড, ব্যাগ, কিট বক্স, ছাতা, থার্মোফ্লাক্স ইত্যাদি সরবরাহের সংস্থান রয়েছে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি-

প্রকল্পের আওতায় সকল এলএসপিদের বাইসাইকেল, ট্যাব, সিমকার্ড, কিট বক্স, ব্যাগ, ছাতা, থার্মোসফ্লাক্স ও অন্যান্য উপকরণ ডিপিপি-এর সংস্থান অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়েছে।

চিত্র ঃ এলএফএদের বাইসাইকেল এবং এলএসপিদের ট্যাব, কিট বক্স সরবরাহ

৩. প্রাণিসম্পদ প্রোডিউসার গ্রুপ তৈরী ঃ

প্রকল্পের মেয়াদকালে ভ্যালুচেইন ভিত্তিক মোট ৫৫০০টি প্রোডিউসার গ্রুপ/উৎপাদনকারী দল গঠনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। যার মধ্যে ৩৩৩৩টি ডেইরি ক্যাটল (গরু/মহিষ) গ্রুপ, ৫০০ ছাগল/ ভেড়া প্রোডিউসার গ্রুপ, ৬৬৭টি গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ গ্রুপ, ১০০০টি পারিবারিক মুরগী ও বিশেষায়িত পাখি (টার্কি, কোয়েল, কবুতর, গিনি ফাউল) পালনকারী (Scavenging Poultry & Specialized Fowl Households) গ্রুপ অর্ন্তভূক্ত হবে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি-

- মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তগণের মাধ্যমে প্রোডিউসার গ্রুপ/ অর্গানাইজেশন মবিলাইজেশন এবং প্রকল্পের বরাদ্দকৃত উপকরণ, সেবা ও কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পাদন করার জন্য ইতিমধ্যে একটি প্রোডিউসার গ্রুপ গঠন গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে;

- ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত মোট প্রায় ৩৫৯৫টি প্রোডিউসার গ্রুপ প্রাথমিকভাবে গঠন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ডেইরি-২০৭৩টি, বীফ ক্যাটেল-৪৩২টি, মহিষ-১০৬টি, ছাগল-২৭০টি, ভেড়া-৪৯টি, হাঁস-মুরগি ও অন্যান্য বিশেষায়িত পাখি-৬৬৫টি। অবশিষ্ট গ্রুপ গঠন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ৩৫৯৫টি প্রাথমিক প্রডিউসার গ্রুপের মধ্যে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ১০০০টি গ্রুপ চূড়ান্ত করা হয়েছে। জানুয়ারী, ২০২২ থেকে এ সকল চূড়ান্ত গ্রুপের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম (প্রশিক্ষণ উপকরণ বিতরণ, সভা আহ্বান ইত্যাদি) আরম্ভ করা হবে।

চিত্র ঃ রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলায় প্রোডিউসার গ্রুপ গঠন

● **প্রডিউসার গ্রুপ মবিলাইজেশন ওয়ার্কশপ:** গাইডলাইন অনুযায়ী যথাযথভাবে ফার্মার্স গ্রুপ মবিলাইজেশন বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে দেশের ৮টি বিভাগে ৮টি ওয়ার্কশপ নভেম্বর ২০২১ মাসে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী ওয়ার্কশপটি ঢাকা বিভাগে অনুষ্ঠিত হয় এবং মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয় উদ্বোধন করেন। সমাপনী ওয়ার্কশপটি চট্টগ্রাম বিভাগে অনুষ্ঠিত হয় এবং সচিব মৎস্য প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয় সমাপনী ঘোষণা করেন। এসকল ওয়ার্কশপে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা সহ সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারগন অংশগ্রহন করেন।

ওয়ার্কশপ উদ্বোধন করছেন মাননীয় মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, এমপি

ওয়ার্কশপে সমাপনী বক্তব্য রাখছেন সচিব ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী

● **কৃষক মাঠ স্কুল (FFS) কারিকুলাম:** কৃষক মাঠ স্কুল কার্যক্রম আরম্ভ করার জন্য এফএফএস কারিকুলাম এফএও এর কারিগরী সহায়তায় খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে যা সহসাই চূরান্ত করা হবে।

● **খামারের ঝুঁকি নিরুপণ ও বিশ্লেষণ:** এফএও এর কারিগরী সহযোগিতায় বিভাগ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে কর্মশালা এবং মাঠ পর্যায়ে সার্ভের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ সেক্টরের ঝুঁকি নিরুপণ ও বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে খামারের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রন ও প্রশমন কৌশল অবলম্বন করা হবে।

৪. এলডিডিপি খামারীদের বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম ঃ

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্প থেকে ক্ষুদ্র খামারীদের গাভী, ছাগল-ভেড়া, গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ, বাণিজ্যিক ব্রয়লার, সোনালী মুরগি, টার্কী, কবুতর, গিনি ফাউল, কোয়েল, মুক্ত/অর্ধমুক্ত হাঁস-মুরগি পালনের উপযুক্ত আদর্শ শেড এবং ব্যবস্থাপনার জন্য আনুসঙ্গিক দ্রব্যাদি (খাদ্য পাত্র, পানির পাত্র, ফ্লোর ম্যাট, পরিচ্ছন্নতা দ্রব্যাদি ইত্যাদি) বিনিয়োগ সহায়তা হিসেবে সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি-

● বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর খামার তৈরীর জন্য সুফলভোগী নির্বাচনের মানদন্ড, আদর্শ শেড তৈরী, আনুসঙ্গিক দ্রব্যাদি বিতরণের কৌশল সম্বলিত বিনিয়োগ সহায়তা সংক্রান্ত নির্দেশিকা (Investment Support Guideline) প্রস্তুত করা হয়েছে।

● খামারীদের নিকট বিনিয়োগ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে উপকরণ সংগ্রহের জন্য দরপত্র আহ্বানের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৫. গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ কন্ট্রোল কার্যক্রম ঃ

প্রকল্পের আওতায় গবাদিপশুর কৃমি দমন ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১০০০টি জনসচেতনতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। এ ছাড়া প্রকল্প এলাকায় গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির ধারাবাহিকভাবে (প্রোগ্রেসিভ) রোগ নিয়ন্ত্রন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে ১০০০ টি ক্যাম্পেইন এর মাধ্যমে প্রায় ৬.১৫ লক্ষ গবাদিপশুকে এফএমডি টিকা প্রদান এবং ৩৫০টি উপজেলায় গবাদিপশুর ম্যাস্টাইটিস, রিপ্রোডাকটিভ ও মেটাবোলিক রোগ নিয়ন্ত্রন কার্যক্রম গ্রহন করা হবে। এ ছাড়া প্রকল্প এলাকায় ২৬০০০ টি পোল্ট্রি ফার্মে পোল্ট্রির সাধারণ রোগ ব্যাধির বিরুদ্ধে উন্নত প্রতিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি-

ক) কৃমিদমন কর্মসূচী বাস্তবায়ন ঃ

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা এবং তার অধীনস্থ কর্মকর্তা, কর্মচারী (এলএসপিসহ) এর মাধ্যমে ১৫ ডিসেম্বর,২০ তারিখ হতে ৩১ ডিসেম্বর,২০ তারিখের মধ্যে খামারী পর্যায়ে ঘরে ঘরে কৃমিনাশক ঔষধ বিতরণ সম্পন্ন করেছেন। বিতরণকৃত ঔষধ ও খামারের তথ্য (খামারীর পূর্ণ ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্র তথ্য, মোবাইল নম্বর, বিবরণসহ প্রাণীর সংখ্যা, ঔষধের মাত্রা ইত্যাদি) KOBO টুল্‌স বক্স এর মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। দেশব্যাপী সর্বমোট ২৭৯০৩১ টি পরিবারের (পুরুষ পরিবার-৫৯% নারী পরিবার-৪১%) ২১৫৮১৩১ টি প্রাণীর জন্য মোট ৩০০৫০০০ টি বোলাস (রেনাডেক্স, ট্রিমাসিড ও ফেনাজল) বিতরণ ও খাওয়ানো কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃমিনাশক ঔষধ বছরে দুইবার প্রদান করা হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে কৃমিদমন কর্মসূচীর আওতায় ৪ প্রকারের কৃমিনাশক ঔষধ বিতরন শুরু হয়েছে।

চিত্র ঃ প্রকল্পের কৃমি দমন কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ শেখ আজিজুর রহমান (বামে)। রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলায় কৃমিনাশক বিতরণ অনুষ্ঠান (ডানে)

প্রকল্পের আওতায় প্রথম পর্যায়ের কৃমি দমন কর্মসূচী বাস্তবায়ন চিত্র ঃ

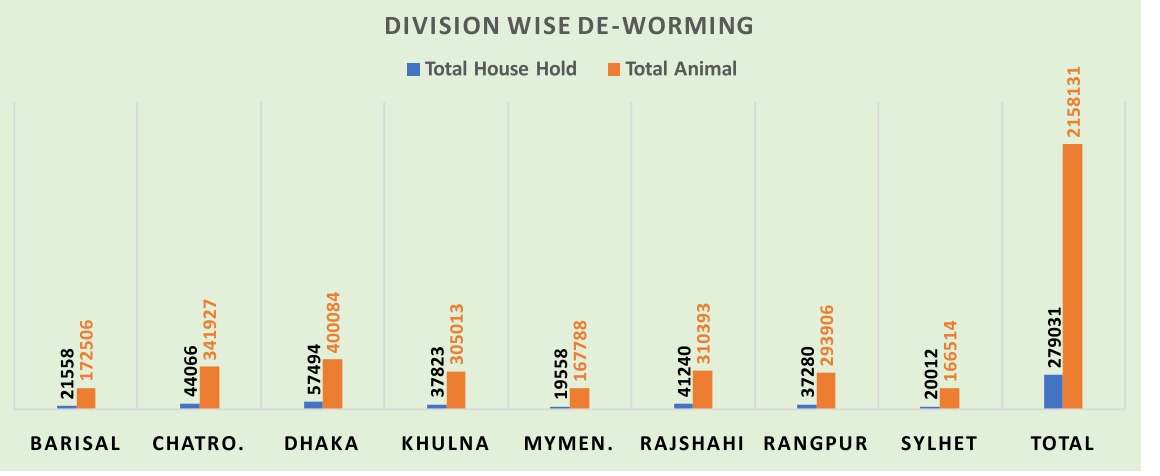

খ) গবাদিপশুর ক্ষুরা রোগ নিয়ন্ত্রন কার্যক্রম ঃ

● গবাদিপশুর ক্ষুরা রোগ বাংলাদেশে ডেইরি উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায় এ রোগে পশুর উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়, বাছুরের মৃত্যু হয় এবং বিশ্ব বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। এ সকল বিবেচনায় ক্ষুরা রোগ প্রতিরোধ ও নিমূলের জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে।

● প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন লাইভষ্টক রিসার্স ইনস্টিটিউট (এলআরআই), মহাখালী, ঢাকা হতে এফএমডি টিকা সংগ্রহের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

● প্রকল্পের সুফলভোগী খামারীদের গবাদিপশুতে টিকা প্রয়োগের পরিকল্পনা প্রনয়ন ও গাইডলাইন তৈরী করা হয়েছে এবং প্রকল্পের ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে।

● গবাদিপশুর ক্ষুরা রোগ প্রতিরোধের বিস্তারিত তথ্য কোবো টুল্স বক্স এর মাধ্যমে সংগ্রহের উপযুক্ত ফরমেট তৈরী করা হয়েছে।

● এ পর্যন্ত এলআরআই, মহাখালী হতে কুল ভ্যানে জেলা পর্যায়ে টিকা সরবরাহ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ১৯টি জেলায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ৪৫০২২ জন সুফলভূগী খমারীর ৩১৫১০৭টি গবাদিপশুর টীকা প্রদান সম্পন্ন হয়েছে এবং টীকা প্রদান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

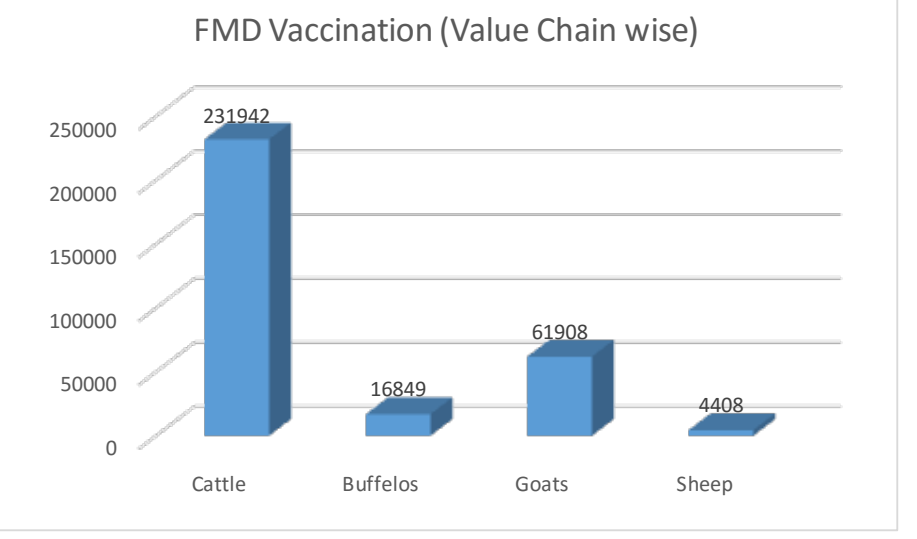

গ) সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম ঃ

কৃমিদমন এবং ক্ষুরারোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে লিফলেট তৈরী ও প্রকল্পভূক্ত সকল উপজেলার খামারীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

ঘ) গবাদিপশুর হেল্‌থ কার্ড প্রনয়ন ঃ

প্রকল্প হতে প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা প্রদানের তথ্য সমূহ সংরক্ষণ ও পরবর্তি পদক্ষেপ গ্রহনকল্পে সুফলভোগী কৃষকের গবাদিপশুর জন্য হেল্‌থ কার্ড তৈরী করা হয়েছে। সুফলভোগীর গবাদিপশুর কৃমিনাশক প্রয়োগ, বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা প্রদানের তথ্যাদি উক্ত হেল্‌থ কার্ডে লিপিবদ্ধ করা হবে।

৬. উপজেলা পর্যায়ে উন্নত জাতের ঘাস উৎপাদন কার্যক্রম ঃ

প্রকল্পে উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণে ৪৬৫টি উপজেলায় উন্নত জাতের ঘাসের নার্সারী/প্রদর্শনী স্থাপনের সংস্থান রয়েছে। এ কার্যকমের আওতায় প্রতিটি উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে উন্নত জাতের ঘাসের নার্সারী/প্রদর্শনী স্থাপন, কাটিং উৎপাদন, কৃষকদের মাঝে বিতরন ও কৃষক/খামারীদের ঘাস চাষে উদ্বুদ্ধ করা হবে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি-

এ কার্যক্রমের আওতায় ৪৬৫টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে উন্নত জাতের (নেপিয়ার, পাকচং, জাম্বু, পারা ইত্যাদি) ঘাসের নার্সারী/ প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে এবং এ সব নার্সারী হতে উৎপাদিত কাটিং আগ্রহী কৃষক ও খামারীদের মাঝে বিতরনের মাধ্যমে ঘাস চাষে উদ্বুদ্ধ করা হবে।

চিত্র- ঃ সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলায় উন্নত জাতের ঘাসের প্রদর্শনী প্লট ও খামারীদের কাটিং বিতরন কার্যক্রম

কম্পোনেন্ট-বি ঃ বাজার সংযোগ এবং ভ্যালু চেইন উন্নয়ন (Market Linkage and Value Chain Development)

৭. উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ এবং ওটিআই এর উন্নয়ন/সংস্কার ঃ

খামারীদের প্রশিক্ষণের জন্য ২৩৮টি উপজেলা প্রাণীসম্পদ ভবন উর্ধমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে ২৩৮টি প্রশিক্ষণ কক্ষ নির্মাণ এবং কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ওটিআই (বর্তমানে বিসিএস লাইভস্টক একাডেমী) এর অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারের সংস্থান প্রকল্পে রয়েছে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি-

● উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যমান প্রাণিসম্পদ ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে ২৩৮টি উপজেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে;

● সাভারস্থ অফিসার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (বর্তমানে বিসিএস লাইভস্টক একাডেমী) এর অডিটোরিয়াম ও ক্লাশরুম উন্নয়ন, সংস্কার এবং আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

চিত্র- ঃ গোদাগাড়ী উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে (দোতালায়) নির্মিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-বামে। নবনির্মিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার চিত্র-ডানে

৮. সিটি কর্পোরেশন ও জেলা পর্যায়ে পশু জবাইখানা নির্মাণ এবং উপজেলা পর্যায়ে মাংসের কাঁচা বাজার উন্নয়ন ঃ

ক) আধুনিক পশু জবাইখানা নির্মাণ কার্যক্রম ঃ স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে পশু জবাই ও মাংস প্রক্রিয়াকরণের জন্য মেট্রোপলিটন/ সিটিকর্পোরেশন এলাকায় ৩টি এবং ২০ জেলায় একটি করে আধুনিক পশু জবাইখানা আর্ন্তজাতিক মানের ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্মের মাধ্যমে নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করার সংস্থান রয়েছে।

খ) উপজেলা পর্যায়ে মাংসের কাঁচা বাজার উন্নয়ন/ স্লটার স্লাব নির্মাণ কার্যক্রম ঃ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পশু জবাই ও মাংস প্রক্রিয়াকরণের জন্য উপজেলা পর্যায়ে ১৯২টি মাংসের কাঁচা বাজার নির্মাণ বা উন্নয়ন করা হবে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি-

● এ কাজের জন্য আর্ন্তজাতিক মানের ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্ম নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

● সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ৩টি মেট্রো (খুলনা, রাজশাহী, চট্রগাম) এবং জেলা পর্যায়ের ২০টি জবাইখানা নির্মানের জন্য স্থান নির্বাচন করা হয়েছে।

● ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্ম কর্তৃক নির্বাচিত স্থান পরিদর্শন সম্পূর্ণ করে খসড়া নকশা প্রস্তুত করেছে।

● উপজেলা পর্যায়ে মাংসের কাঁচা বাজার সংস্কার/স্লটার স্লাব নির্মানের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায় স্থান নির্বাচন সম্পূর্ণ হয়েছে এবং নকশা তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

৯. প্রোডাকটিভ পার্টনারশীপ গঠন ঃ

প্রকল্পের কম্পোনেন্ট-বি এর অধিনে বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত কোম্পানীর সাথে প্রোডাকটিভ পার্টনারশীপ স্থাপন করে দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার সংযোগ সৃষ্টি করা। প্রোডাকটিভ পার্টনার মূলত: ভ্যালুচেইনের অর্ন্তভূক্ত এক্টরগন যাদেরকে সংযুক্ত করে পণ্যকে ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছানো হয়। এ ক্ষেত্রে ডেইরি হাব, ভিএমসিসি, মিল্ক প্রসেসর, প্রাণিজ বর্জ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন, দুধ ও মাংসের কাঁচা বাজার উন্নয়ন, আধুনিক পশু জবাইখানা স্থাপন, দুগ্ধ শীতলীকরণ, প্রাশিক্ষণ সেবা জোরদার করণ এবং পুষ্টি সর্ম্পকে ভোক্তাগনের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির সাথে প্রোডাকটিভ পার্টনারশীপ গঠন করা হবে।

ক) ভিলেজ মিল্ক কালেকশন সেন্টার (VMCC) স্থাপন ঃ ভিএমসিসি দুধ উৎপাদনকারীদের জন্য দুধ বিক্রয়ের প্রবেশদ্বার যেখানে তাদের উৎপাদিত দুধ নায্যমূল্যে বিক্রয় করতে পারবে। মোট ২০টি ডেইরি হাবের অধীনে ৪০০ টি ভিএমসিসি স্থাপন করা হবে। প্রতিটি ভিএমসিসিতে ১০০-১৫০ নির্ধারিত ডেইরি খামারীগন তাদের উৎপাদিত দুধ বিক্রয় করতে পারবেন। প্রতিটি ভিএমসিসি এমন স্থানে স্থাপিত হবে যার চারিদিক থেকে খামারীগন দুধ নিয়ে আসতে পারে। বিশেষত: মহিলা খামারীগন যেন সরাসরি ভিএমসিসিতে দুধ বিক্রয় করতে পারে। প্রতিটি ভিএমসিসি পরিচালনায় ২-৩জন দক্ষ জনবল নিয়োজিত থাকবে এবং দুধের মান নির্নয়ের জন্য দুধ পরীক্ষার যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা থাকবে, যাতে দুধ উৎপাদনকারীগন দুধের মানের (চর্বি ও এসএনএফ এর পরিমান) উপর ভিত্তি করে সঠিক মূল্য পান। ভিএমসিসি'র মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে স্বল্প পরিশ্রমে উপযুক্ত মূল্যে দুধ বিক্রয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারলে খামারীগন তাদের ডেইরি উৎপাদন সম্প্রসারণে উদ্যোগ গ্রহন করতে পারবে এবং বাজার ব্যবস্থাপনায় নারীদের অংশগ্রহনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন অনেকটাই নিশ্চিত হবে।

খ) ডেইরি হাব স্থাপন (DH) ঃ ডেইরি হাব ধারনাটা মূলত: দুধের একটি সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার আংগিকে করা হয়েছে। যে সকল দুগ্ধ সমৃদ্ধ এলাকায় দুধের বাজার ব্যবস্থাপনা দুর্বল সেখানকার দুগ্ধ উৎপাদনকারীগন যেন সঠিক মূল্যে তাদের উৎপাদিত দুধ বিক্রয় করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য ম্যাপিংএর ভিত্তিতে এলাকা নির্বাচন করে প্রোডাকটিভ পার্টনারের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় চুক্তিভিত্তিতে ম্যাচিং গ্রান্ট এর মাধ্যমে ডেইরি হাব স্থাপন করা হবে। প্রকল্পে মোট ২০টি ডেইরি হাব স্থাপনের সংস্থান রয়েছে। প্রতিটি ডেইরি হাব তার চর্তুদিকে ১৫-২০ কিলোমিটার এলাকাকে সংশ্লিষ্ট করে স্থাপন করা হবে। প্রতিটি হাবের সাথে ২০টি ভিএমসিসি সংযুক্ত থাকবে।

গ) দুধ শীতলীকরণ কেন্দ্র (MCC) স্থাপন ঃ দুধ শীতলীকরণ ব্যবস্থা দুধ সংগ্রহ কেন্দ্রের একটি অন্যতম স্থাপনা যার মাধ্যমে দুধ সংরক্ষনকাল বৃদ্ধি করে দুধকে সঠিক মানে ও নিরাপদ রাখা যায়। এ লক্ষ্যে তুলনামূলকভাবে ডেইরি হাব থেকে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত ১৭৫টি ভিএমসিসিতে দুগ্ধ শীতলীকরণ সুবিধা স্থাপন করা হবে।

৯.১. দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম ঃ

অত্র প্রকল্পাধীন এলাকার মধ্যে যে সকল স্থানে দুগ্ধ বিক্রয়ের সুবিধা সীমিত এবং বানিজ্যিকভাবে দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানকে পর্যাপ্ত পরিমান দুধ সরবরাহ করা সম্ভব হয় না, সেখানে বড় আকারের দুগ্ধ খামারীদের খামারে, ডেইরি হাবসমুহে এবং মিষ্টির দোকানে ক্ষুদ্র দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থা করা হবে। এখানে এতদসংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন দুগ্ধজাত পণ্য (স্বাদযুক্ত দুধ, ঘি, দধি, মিষ্টান্ন ইত্যাদি) তৈরী করে বাজারজাতের ব্যবস্থা করার সংস্থান প্রকল্পে রয়েছে। এ ব্যবস্থায় তরল দুধে মূল্য সংযোজিত করে তরল দুধের চেয়ে অধিক মূল্যে লাভজনক ব্যবসা পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

ক) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ম্যাচিং গ্রান্টের আওতায় যন্ত্রপাতি সরবরাহ/সহায়তা প্রদান ঃ এ কার্যকমের আওতায় পর্যায়ক্রমে ৪৬৫জন ক্ষুদ্র খামারী/উদ্যোক্তাগনকে সরাসরিভাবে অনুসরণীয় নীতিমালা অনুযায়ী চুক্তিবদ্ধ করে যন্ত্রপাতি সহায়তা প্রদান করা হবে। উক্ত ৪৬৫জন উদ্যোক্তার মধ্যে ৩০০জনকে দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণের আওতায় আনা হবে যেখানে দুধ পাস্তুরিত করা, সুগন্ধি দুধ তৈরী, ঘি তৈরী, টক ও মিষ্টি দধি তৈরী করে বাজারজাত করা হবে। অবশিষ্ট ১৬৫জন উদ্যোক্তা দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাত করে মিষ্টিজাত পণ্য তৈরী করবে।

খ) বড় দুগ্ধ উদ্যোক্তাগনের মাধ্যমে দুগ্ধপণ্য বহুমূখীকরণ ঃ একজন উদ্যোক্তার পক্ষে বৃহৎ পরিসরে দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাত করে বাজারজাতকরণ অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে এমনকি ইহা কারিগরী ও আর্থিক ভাবে উপযোগী হয় না। এ সকল প্রক্রিয়াজাতকারীগনের বর্তমান সুবিধাবলী এবং কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। নতুন প্রযুক্তি ববহার করে তাদের এ অবস্থান উন্নয়নের জন্য পর্যায়ক্রমে ১০টি বড় আকারের দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকারীগনকে মানসম্পন্ন দধি (ইয়োগার্ট) ও মজেরেলা পনীর ইউনিট স্থাপনে ম্যাচিং গ্রান্টের আওতায় অনুসরণীয় নীতিমালা অনুসারে সহায়তা প্রদান করা হবে।

৯.২. পরিবহনযোগ্য দুগ্ধ দোহন যন্ত্র সরবরাহ ঃ

বর্তমান দুগ্ধ খামারীগন অধিক দুধ উৎপাদনশীল উন্নত/সংকর জাতের গাভী পালন করছে। খামারীদের পক্ষে হাত দিয়ে অধিক পরিমান দুগ্ধ দোহন কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে এমনকি স্বাস্থ্যসম্মতভাবে দুগ্ধ দোহন করাও সম্ভব হয়না। প্রকল্পে প্রক্রিয়াজাতকারীগনের পক্ষ থেকে খামারীদের জন্য ভাড়ায় দুগ্ধ দোহন মেশিন ব্যবহারের সংস্থান রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ১০০০টি (৬০০টি একক ইউনিটের এবং ৪০০টি দ্বৈত ইউনিটের) মেশিন ম্যাচিং গ্রান্টের আওতায় দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকারীগনের মাধ্যমে ক্রয় করা হবে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি-

আর্ন্তজাতিক এগ্রিবিজনেস ফার্ম/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ কাজটি সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্পে সংস্থান রয়েছে। এ লক্ষ্যে ফার্ম নিয়োগের সকল কার্যক্রম সম্পুর্ণ করে গত ২৪ নভেম্বর ২০২১ খ্রিঃ তারিখে ফার্মের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ফার্ম প্রাথমিক কার্যক্রম আরম্ভ করেছে।

১০. স্কুল মিল্ক ফিডিং কার্যক্রম ঃ

প্রকল্প এলাকায় ভোক্তা সৃষ্টি ও পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পাইলট আকারে ৭০০টি স্কুলে ১,৪০,০০০ ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে মিল্ক ফিডিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। মানসম্মতভাবে দুগ্ধ সরবরাহ এবং স্কুলে দুগ্ধ বিতরন, মনিটরিং ও সমন্বয় সাধনের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর, দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাত কোম্পানী এবং এলডিডিপি সমন্বিতভাবে কার্যক্রম সম্পাদন করবে এর কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য এফএওকে নিয়োগ দেওয়া হবে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি-

- এফএও এর সহায়তায় এ কাজটি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে এফএও এর নিয়োগ প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে। এ ছাড়া প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

- মাঠ পর্যায়ে এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্কুল মিল্ক ফিডিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন গাইড লাইন চূড়ান্ত করা রয়েছে।

১১. বিশ্ব দুগ্ধ দিবস এবং দুগ্ধ সপ্তাহ উদযাপন ঃ

প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদে ৬১টি জেলায় প্রতি বছর ১ জুন ‘‘বিশ্ব দুগ্ধ দিবস” ও “দুগ্ধ সপ্তাহ” উদযাপন করা হবে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি-

- ‘‘বিশ্ব দুগ্ধ দিবস” ও “দুগ্ধ সপ্তাহ” উদযাপন সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি গাইড লাইন তৈরী করা হয়েছে।

- বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাকে সম্পৃক্ত করে ০১ জুন বিশ্ব দুগ্ধ দিবস ও ০১ - ৭ই জুন দুগ্ধ সপ্তাহ, ২০২১ প্রকল্পাধীন ৫৮টি জেলার সকল উপজেলায় এক যোগে উদযাপন করা হয়।

- কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায় ০১ জুন ‘বিশ্ব দুগ্ধ দিবস” ও ‘দুগ্ধ সপ্তাহ’,২০২১ এর উদ্বোধনী এবং ৭জুন সমাপনী অনুষ্ঠান করা হয়। অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রধান অতিথি এবং সচিব মহোদয় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

- বিশ্ব দুগ্ধ দিবস উদযাপনের প্রারম্ভে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর উপস্থিতিতে বিশেজ্ঞগণ বাংলাদেশে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের সার্বিক অবস্থা, পুষ্টির চাহিদা মেটাতে ইহার অবদান, দুগ্ধ শিল্পের উন্নয়নে সরকারের নানাবিধ কার্যক্রম এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

● সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচীর আওতায় ২ জুন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ দপ্তর সমূহের মাধ্যমে দুগ্ধ পণ্যকে সহজলভ্য ও অধিক গ্রহণযোগ্য করার জন্য বিনামূল্যে দুগ্ধ পণ্য বহুমূখীকরণে পরামর্শ ক্যাম্পেইন পরিচালিত হয়। ৩রা জুন উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসা ক্যাম্পেইন পরিচালিত হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পালিত উন্নতমানের প্রাণিসম্পদকে পরিচিতিকরণ এবং লালন-পালনে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য ৫ই জুন উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের তত্বাবধানে প্রণিসম্পদ প্রদর্শনী-২০২১ অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসনসহ জনগণের অংশগ্রহনে ব্যাপক সাড়া জাগে এবং সাধারণ জনগণ অনুপ্রাণিত হয়। রোগ প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও পরামর্শ প্রদানের জন্য ৬ই জুন উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের মাধ্যমে বিনামূল্যে কৃমিনাশক ঔষধ বিতরণ ও টিকা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ৭ই জুন সপ্তাহব্যাপী দুগ্ধ সপ্তাহ-২০২১ এর পুরষ্কার বিতরনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

● 'বিশ্ব দুগ্ধ দিবস" ও 'দুগ্ধ সপ্তাহ',২০২১ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়ায় জনসচেতনতামূলক তথ্য প্রচার করা হয়।

চিত্র ঃ বিশ্ব দুগ্ধ দিবস এবং দুগ্ধ সপ্তাহ-২০২১ কার্যক্রমের উদ্বোধন ও সমাপনী অনুষ্ঠান। প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ. ম. রেজাউল করিম, এমপি এবং বিশেষ অতিথি জনাব রওনক মাহমুদ, সচিব মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

চিত্র ঃ বিশ্ব দুগ্ধ দিবস এবং দুগ্ধ সপ্তাহ-২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে র‍্যালী ও অলোচনা সভা

১২. উপজেলা পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী অনুষ্ঠান ঃ

এ প্রকল্প হতে ৪৬৫টি উপজেলায় প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন প্রতিবছর প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী-এর ব্যবস্থা রয়েছে। উক্ত প্রদর্শনীর মাধ্যমে জনসাধারণ ও খামারীগন দেশে সৃষ্ট সংকর/উন্নত জাতের গবাদিপশু প্রত্যক্ষ করা, আধুনিক প্রযুক্তি সমূহের ব্যবহার ও ফলাফল এবং উন্নত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করতে পারবে এবং গবাদিপশু পালনে আগ্রহী হবে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি ঃ

● ০৫ জুন, ২০২১ প্রকল্প এলাকার ৬১টি জেলার মধ্যে ৫৮টি জেলার সকল উপজেলায় প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী-২০২১ আয়োজন করা হয়। করোনা সংক্রমন বৃদ্ধির কারনে সীমান্তবর্তী ৩টি জেলায় প্রদর্শনী স্থগিত করা হয়।

● স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, মাননীয় সংসদ সদস্য, গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ উপজেলা পর্যায়ের প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীগুলি উদ্বোধন, ষ্টল পরিদর্শন ও পুরষ্কার বিতরন করেন।

● প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীতে সারাদেশে প্রায় ২২৫০০টি ষ্টল স্থাপন করা হয়। ষ্টলগুলিতে বিভিন্ন প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি, উন্নত জাতের গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, পোষা প্রাণি, প্রাণিজাত পণ্য ও খাদ্য, পশুখাদ্য, ভেটেরিনারি প্রোডাক্টস প্রদর্শিত হয়।

● প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী-২০২১ অনুষ্ঠানের বিভিন্ন তথ্য প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়ায় প্রচার করা হয়।

চিত্র- ঃ বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলা পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী-২০২১ এর উদ্বোধন ও প্রদর্শনী ষ্টল

১৩. উন্নত জাতের ডেইরি বকনা সংগ্রহ ঃ

জাত উন্নয়ন এবং আগ্রহী খামারীদের মাঝে উন্নত জাতের বকনা বিতরনের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের গো প্রজনন খামারে ব্রিডিং ষাঁড় (Bull) ও বকনা (Heifer) উৎপাদন কর্মকান্ড সম্প্রসারণে প্রকল্পের মাধ্যমে বিদেশ থেকে বিশুদ্ধ জাতের ডেইরি গুনাগুণ সম্পন্ন ৫০টি বকনা ক্রয় করা হবে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি-

বিদেশ থেকে ৫০টি বিশুদ্ধ জাতের ডেইরি গুনাগুণ সম্পন্ন ৫০টি বকনা ক্রয় প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (PIC) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বকনা ক্রয়ের স্পেসিফিকেশন তৈরীর জন্য একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠিত হয়েছে এবং কমিটি কর্তৃক স্পেসিফিকেশন তৈরী করা হয়েছে।

কম্পোনেন্ট-সি ঃ প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ব্যবস্থার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু সহিষ্ণুতা উন্নত করা (Improving Risk Management and Climate resilience of Livestock Production System)

১৪. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভিন্ন ডেইরি খামারের অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ

প্রকল্পের আওতায় প্রাণিসম্পদ অধিপ্তরের ৬টি ডেইরি খামারের (রাজশাহী, বগুড়া, বরিশাল, সিলেট, ফরিদপুর এবং চট্রগ্রাম) অবকাঠামো উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মানের সংস্থান রয়েছে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি-

উক্ত ০৬টি ডেইরী খামারের (রাজশাহী, বগুড়া, বরিশাল, সিলেট, ফরিদপুর এবং চট্রগ্রাম) সংস্কার কাজ শেষ হয়েছে।

চিত্র- ঃ প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী দুগ্ধ ও গো প্রজনন খামারের অবকাঠামো উন্নয়ন

১৫. উপজেলা পর্যায়ে মিনি ডায়াগনোস্টিক ল্যাব যন্ত্রপাতি স্থাপন কার্যক্রম ঃ

ভেটেরিনারি সেবার মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য ৪৬৫টি উপজেলায় মিনি ডায়াগনোস্টিক ল্যাব যন্ত্রপাতি স্থাপন কার্যক্রম বাস্তবানের সংস্থান রয়েছে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি-

উপজেলা পর্যায়ে ডায়াগনোস্টিক ল্যাবের যন্ত্রপাতির ব্যবহার বিধি ও ডায়াগনোস্টিক কার্যক্রম নির্দেশিকা প্রনয়নের কাজ চলছে। এ ছাড়া ল্যাবের সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি সংগ্রহের ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে।

১৬. মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক কার্যক্রম ঃ

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভেটেরিনারি সেবা এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রম পৌঁছানোর লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় ৩৬০টি উপজেলায় মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক কার্যক্রম চালু করার ব্যবস্থা রয়েছে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি-

- ইমারজেন্সি এ্যাকশান প্লানের আওতায় ৬১টি মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক (এমভিসি) সংগ্রহ করা হয়েছে যা শীঘ্রই বিতরণের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- প্রকল্পের নিয়মিত ক্রয় পরিকল্পনার আওতায় প্রথম লটে ১৮০টি মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক এবং দ্বিতীয় লটে ১১৯টি মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক ক্রয় সম্পন্ন করা হয়েছে। এ সকল মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক ডেলিভারীর অপেক্ষায় রয়েছে।

১৭. পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঃ

প্রকল্পের আওতায় দেশের অভ্যন্তরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও এলডিডিপি এর কর্মকর্তা, কর্মচারী, ল্যাব টেকনিশিয়ান, স্কুল টিচার্স-প্যারেন্টস, এলএসপি এবং সুফলভোগী খামারীদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৩০টি প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রায় ২.২০ লক্ষ সুফলভোগীর প্রশিক্ষণ প্রদানের সংস্থান রয়েছে। এ ছাড়া 'ডেইরি প্রোডাকশন ও ম্যানেজমেন্ট' এর উপর মোট ১০২০জন কর্মকর্তা/প্রফেশনালস্ এর বৈদেশিক প্রশিক্ষণের সংস্থান রয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় ক্যাটাগরীভিত্তিক প্রশিক্ষণ সুফলভোগীর সংখ্যা ঃ

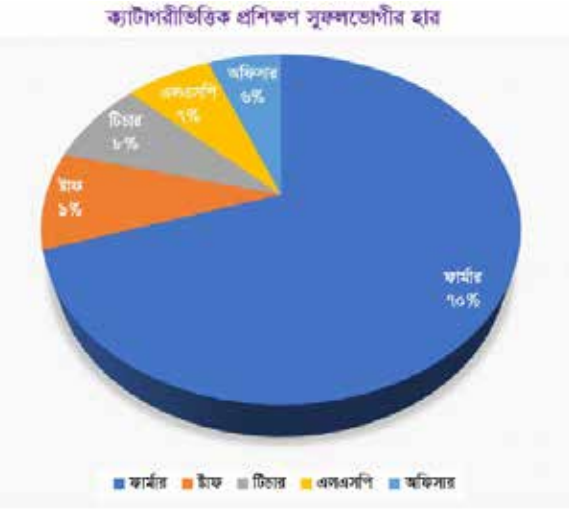

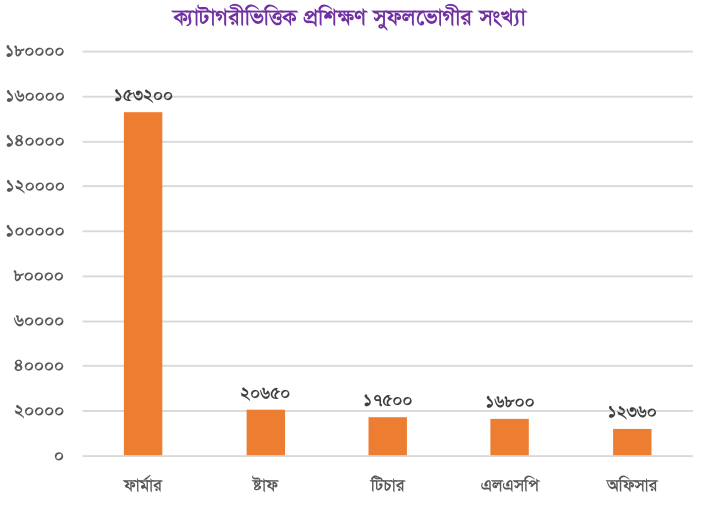

কার্যক্রমের অগ্রগতি-

প্রকল্পের আওতায় আগষ্ট,২০১৯ খ্রিঃ হতে দেশের অভ্যন্তরে কর্মকর্তাদের ২টি এবং কর্মচারীদের ১টি বিষয়ে এবং এলএসপিদের মৌলিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। কোভিড-১৯ এর কারনে মার্চ, ২০২০ খ্রিঃ হতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়। কোভিড পরিস্থিতির উন্নতি হলে আগষ্ট, ২০২০ খ্রিঃ হতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত আকারে পূর্বে স্থগিতকৃত ৪টি প্রশিক্ষণ পুনরায় শুরু করা হয়। ফেব্রুয়ারী,২০২১ হতে ভেটেরিনারিয়ানদের প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ ম্যানেজমেন্ট এর উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। মার্চ,২০২১ দেশে কোভিড পরিস্থিতি পুনরায় অবনতি ঘটায় এপ্রিল,২০২১ হতে চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পুনরায় স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে কোভিড পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় জুন, ২০২১ হতে পুনরায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়।

চিত্র- ঃ প্রকল্পের সিটিসি ড. মোঃ গোলাম রব্বানী এলএসপিদের প্রশিক্ষণে পরামর্শ প্রদান করেন (বামে) এবং প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুর রহিম এলএসপি পঞ্চম ব্যাচে প্রশিক্ষণ সমাপণী অনুষ্ঠানে সনদপত্র বিতরন করেন (ডানে)

ক) অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণঃ দেশের অভ্যন্তরে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সম্পাদিত প্রশিক্ষণের অগ্রগতি, বিষয়, অংশগ্রহণকারী এবং অংশগ্রহণকারী সংখ্যা নিম্নের সারণীতে উল্লেখ করা হলো-

ক্র নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	অংশগ্রহনকারী	প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা	মন্তব্য
১.	হার্ড প্রোডাকশান এন্ড হেলথ ম্যানেজমেন্ট	ডিএলএস ও এলডিডিপি কর্মকর্তা	১৫২৫	রিফ্রেসাসসহ
২.	এএমআর এন্ড সার্ভিলেন্স	ডিএলএস ও এলডিডিপি কর্মকর্তা	১৫৩০	রিফ্রেসাসসহ
৩.	প্রোগ্রেসিভ ম্যানেজমেন্ট অব ম্যাসটাইটিস, রিপ্রোডাকটিভ এন্ড মেটাবোলিক ডিসিজেস	ডিএলএস ও এলডিডিপি কর্মকর্তা	১২০	-
৪.	পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ডিএলএস সাব-টেকনিক্যাল ষ্টাফ	৩১৪২	রিফ্রেসাসসহ
৫.	এলএসপি মৌলিক প্রশিক্ষণ	এলএসপি	৪০৮০	-
৬.	ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রনয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ডিএলএস ও এলডিপি কমকর্তা	২০০	-
		মোট	=১০০৯৭ জন	-

ক. ১ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় নির্বাচিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ঃ

ক্র.	প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণার্থী ক্যাটাগরী	মন্তব্য
১	বিসিএস লাইভষ্টক একাডেমী, সাভার, ঢাকা	কর্মকর্তা	আবাসিক
২	ভেটেরিনারি ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, ময়মনসিংহ	ফিল্ড ষ্টাফ	
৩	লাইভষ্টক ট্রেনিং ইন্সষ্টিটিউট, গাইবান্ধা	এলএসপি	
৪	সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ, ঝিনাইদহ	কর্মকর্তা	
৫	গ্রাজুয়েট ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, ময়মনসিংহ,	কর্মকর্তা	
৬	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া	কর্মকর্তা/ষ্টাফ/এলএসপি	
৭	বাংলাদেশ একাডেমী ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট, কুমিল্লা	এলএসপি	
৮	যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেট	এলএসপি	
৯	যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বগুড়া	এলএসপি	
১০	যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ময়মনসিংহ	এলএসপি	
১১	শেখ কামাল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, টুংগিপাড়া, গোপালগঞ্জ	এলএসপি	
১২	যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী	এলএসপি	
১৩	বঙ্গবন্ধু একাডেমী ফর পোভার্টি এলিভিয়েশান এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ	এলএসপি	
১৪	গাজীপুর ন্যাশনাল লাইভষ্টক ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, গাজীপুর	ফিল্ড ষ্টাফ	

কার্যক্রমের অগ্রগতি-

চিত্র- ঃ বঙ্গবন্ধু একাডেমী ফর পোভার্টি এলিভিয়েশান এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (বাপার্ড) প্রতিষ্ঠানে এলএপিদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

ক.২ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত মডিউল ও সহায়ক পুস্তিকা প্রণয়ন কার্যক্রম ঃ

এলডিডিপি এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রাণিসম্পদ ভ্যালুচেইন, কৃষিভিত্তিক ব্যবসা ও উন্নয়ন প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ মডিউল, বুকলেট, লিফলেট, ফোল্ডার প্রভৃতি প্রণয়ন এবং প্রশিক্ষণার্থী ও খামারীদের মাঝে বিতরনের ব্যবস্থা রয়েছে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি ঃ

প্রকল্পের আওতায় নিম্ন বর্নিত মডিউল ও ডকুমেন্টগুলি তৈরী করা হয়েছে -

১. লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডারদের জন্য প্রশিক্ষণ মডিউল

২. ডিএলএস সাব-টেকনিক্যাল ষ্টাফদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ মডিউল

৩. ডেইরি প্রাণির উৎপাদন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল

৪. এটি মাইক্রোবিয়াল রেজিষ্ট্যান্ট ও সার্ভিলেন্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল

৫. এলএসপিদের 'মৌলিক প্রশিক্ষণ মডিউল' এর উপর পাওয়ার পয়েন্ট ডকুমেন্ট

৬. সাব-টেকনিক্যাল স্টাফদের প্রশিক্ষণ মডিউল এর উপর পাওয়ার পয়েন্ট ডকুমেন্ট

৭. মাংস প্রক্রিয়াকরণকারীদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল

৮. নিরাপদ মাংস প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ পাওয়ার পয়েন্ট মডিউল

৯. ফুড সেফটি হ্যাজার্ড আইডেন্টিফিকেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল।

৯. এলডিডিপি কৃষকদের জন্য 'ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল

১০. এলডিডিপি এলএসপিদের জন্য 'ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল

১১. ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল।

১২. ভেটেরিনারিয়ানদের জন্য ''ম্যাস্টাইটিস, রিপ্রোডাকটিভ এবং মেটাবোলিক রোগ ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল।

১৩. সাব-টেকনিক্যাল স্টাফদের জন্য ''ম্যাস্টাইটিস, রিপ্রোডাকটিভ এবং মেটাবোলিক রোগ ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল

১৪. খামারীদের জন্য ''ম্যাস্টাইটিস, রিপ্রোডাকটিভ এবং মেটাবোলিক রোগ ব্যবস্থাপনা" প্রশিক্ষণ ফ্লোডার

১৫. নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে উত্তম খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ের উপর ৪টি প্রশিক্ষণ মডিউল-ক) ডেয়রী খামার ব্যবস্থাপনা; খ) গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ খামার ব্যবস্থাপনা; গ) ভেড়া ও ছাগল খামার ব্যবস্থাপনা; ঘ) মাংসভিত্তিক পোল্ট্রি খামার ব্যবস্থাপনা;

চিত্র- ঃ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কালেন্ডার ও কতিপয় মডিউল

খ) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ঃ প্রকল্পের আওতায় ডেইরি প্রোডাকশন ও ম্যানেজমেন্ট বিষয়ের উপর ফেব্রুয়ারী,২০২১ পর্যন্ত ২২টি ব্যাচে, মোট ১৯৭ জন মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছেন। বর্তমানে কোভিড-১৯ সংক্রমণজনিত কারণে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বন্ধ রয়েছে।

১৮. পেশাগত দক্ষতা ও প্রযুক্তি উন্নয়নে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম ঃ

প্রকল্পের আওতায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রাণিসম্পদ খাতে প্রযুক্তি উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে ৩০টি এমএস (দেশে-১০টি, বিদেশে-২০টি), ১৮টি পিএইচডি (দেশে-৮টি, বিদেশে-১০টি) ও ৬০টি বিদেশে রেসিডেন্সি/ডিপ্লোমা ফেলোশীপের সংস্থান রয়েছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠানে প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি উন্নয়নে ২২টি গবেষনা কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা রয়েছে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি-

- উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে যা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
- উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য মোট ১০টি ব্রড এবং ৩২টি সাব-ব্রড থিমেটিক এরিয়া চুড়ান্তপূর্বক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে।
- পিএমইউ কর্তৃক উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য প্রার্থী ও প্রতিষ্ঠান বাছায়ের লক্ষে ৩০, নভেম্বরের মধ্যে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। প্রাপ্ত আবেদন সমূহের বাছাই কার্যক্রম চলছে।

১৯. ফুড সেফটি নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম ঃ

এ প্রকল্পের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চয়তা, ভ্যালু চেইন পরিদর্শন এবং মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিদ্যমান আইনগুলির ঘাটতি বিশ্লেষণ; বৃহত্তর পরিসরে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন সংশোধন এবং বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন; নিরাপদ খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলির বর্তমান স্তরের বেজলাইন ডেটা তৈরী, খাদ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রনে সহায়তা প্রদান; সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন উপায়ে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের পদ্ধতিগুলির প্রদর্শনী; খাদ্যের মাইক্রোবিয়াল, রাসায়নিক এবং অবশিষ্টাংশের নজরদারি এবং পর্যবেক্ষণ; প্রাণিজ উৎসের খাদ্যমান পরিদর্শন কর্মসূচী প্রতিষ্ঠা; এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিষ্ট্যান্স নজরদারি এবং ঝুঁকি প্রশমন প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি-

- ডেইরি ভ্যালুচেইন খামারীদের খাদ্য নিরাপদতা নিশ্চিতকরণে একটি সুনির্দিষ্ট ভিডিও ডকুমেন্ট তৈরীর বিষয়বস্তু প্রস্তুত করা হয়েছে;
- নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত স্টেকহোল্ডারদের (মাংস প্রক্রিয়াকরণকারী) দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে;
- নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে উত্তম চর্চাকরণ বিষয়ে ৪টি প্রশিক্ষণ খসড়া মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে ক) ডেইরি খামার উন্নয়ন বিষয়ক মডিউল: খ) গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ খামার উন্নয়ন বিষয়ক মডিউল: গ) ভেড়া ও ছাগল খামার উন্নয়ন বিষয়ক মডিউল; ঘ) মাংসভিত্তিক পোল্ট্রি খামার উন্নয়ন বিষয়ক মডিউল;
- নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে উত্তম চর্চাকরণ সংক্রান্ত ৪টি বিষয়ের উপর খসড়া প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ গাইড লাইন প্রস্তুত করা হয়েছে;
- কোয়ালিটি ফুড সেফটি এ্যসুরেন্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট এর উপর গাইড লাইন প্রস্তুত করা হয়েছে;
- HACCP এর উপর গাইডলাইন তৈরী করা হয়েছে।

চিত্র- ঃ দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলায় খাদ্য নিরাপদতা নিশ্চিতকরনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

● এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেসিস্ট্যান্স সার্ভিল্যান্স, রিস্ক মিটিগেশন এবং মনিটরিং অব মাইক্রোবিয়াল কেমিক্যাল এন্ড রেসিডুয়াল হ্যাজার্ডস নির্নষ বিষয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইউনিডোকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

● বিদ্যমান আইন কানুনের গ্যাপ বিশ্লেষণ, আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, নিরাপদ খাদ্যের বেইজলাইন ডাটা সংগ্রহ, প্রাণীজ উৎসের খাদ্য পরিদর্শন কর্মসূচী প্রতিষ্ঠাকরণ এবং মান নিয়ন্ত্রন কার্যক্রম ইউনিডোর'স কারিগরী সহায়তা বাস্তবায়ন আরম্ভ করা হয়েছে।

● গত ১৯ অক্টোবর ২০২১ তারিখে ঢাকাস্থ ইউনিডোর উদ্যোগে এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স এবং ফুড সেফটি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইউনিডোর উদ্যোগে ঢাকায় আয়োজিত ফুড এএমআর এবং সেফটি বিষয়ক ওয়ার্কশপ

২০. ফুড সেফটি ল্যাবের মান উন্নয়ন ঃ

প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন ফুড সেফটি সংশ্লিষ্ট ল্যাবের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যালস সরবরাহের সংস্থান রয়েছে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি-

এ লক্ষ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ডিডিপি'র সংস্থান অনুযায়ী বিএলআরআই ফুড সেফটি ল্যাবের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যালস সরবরাহ করা হয়েছে যা প্রাণিজাত খাদ্যের গুনাগুন পরীক্ষা ও মান নিয়ন্ত্রনে ব্যবহৃত হচ্ছে।

২১. এনভায়রনমেন্ট ও স্যোশাল সেফগার্ড সংক্রান্ত কার্যক্রম ঃ

এ কার্যক্রমের আওতায় প্রকল্পের এনভায়রনমেন্টাল এন্ড স্যোশাল ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক এবং বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালার আলোকে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অংশীদারকে এবং অন্যান্য বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলিকে যথাযথ বিবেচনায় নিয়ে পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো পর্যালোচনা, তদারকি এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়ে বিস্তারিত অবহিত এবং সচেতন করা, প্রকল্পের আওতায় খামার স্থাপন, পশু জবাইখানা এবং মাংসের কাঁচা বাজার স্থাপনে পরিবেশ ও সামাজিক সম্ভাব্যতা ও উপযোগীতা মুল্যায়ন। পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও বর্জ্য পরিশোধন প্রক্রিয়া উন্নতকরণ, বিরোধ/অভিযোগ নিস্পত্তি/প্রতিকার প্রক্রিয়া (Grievance Redress Mechanism) উন্নয়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন। এ ছাড়া প্রকল্পে নির্ধারিত প্রাণিসম্পদ সেক্টরে গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহন যথা- বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন, নবায়নযোগ্য জ্বালানী এবং বায়ো ফার্টিলাইজার উৎপাদন ইত্যাদি। এসকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে এনভায়রনমেন্ট এন্ড স্যোশাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট (ESIA) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি-

● প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য পরিশোধন, সংশ্লিষ্ট অংশিজন এবং সাধারন জনগনসহ কর্মকর্তা /কর্মচারী/শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে একটি পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা নির্দেশিকা (Guidelines for Environment and Social Safeguards) প্রনয়ন করা হয়েছে।

● পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে একটি প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল ও প্রশিক্ষণ বিয়য়বস্তু তৈরী করা হয়েছে।

● প্রাণিসম্পদ সেক্টরে গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমন সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় ছক প্রস্তুত করে CPMIS এর সাথে সমন্বয় করা হয়েছে।

● আধুনিক পশু জবাইখানা স্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত ও সম্ভাব্য স্থান সমূহের বিস্তারিত পরিবেশ ও সামাজিক সম্ভাব্যতা ও উপযোগিতা মুল্যায়নের জন্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ছক প্রনয়ন এবং মাঠ পর্যায়ে (নোয়াখালী জেলার বিভিন্ন উপজেলা ও পৌরসভায়) পরীক্ষা করতঃ চুড়ান্ত করা হয়েছে।

● জেলা, উপজেলা ও পৌরসভা পর্যায়ে জবাইখানা এবং মাংস বিক্রয় স্থান নির্মান/সংস্কার পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে।

● প্রকল্পের জন্য বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় বিরোধ/অভিযোগ নিস্পত্তি/প্রতিকার প্রক্রিয়া (Grievance Redress Mechanism) প্রনয়ন করা হয়েছে।
● জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও উপ পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের বিরোধ/অভিযোগ নিস্পত্তি/প্রতিকার প্রক্রিয়া (Grievance Redress Mechanism) প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন করা হয়েছে;
● প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল ধরনের বিরোধ/অভিযোগ নিস্পত্তি/প্রতিকার চেয়ে আবেদনের জন্য সকল প্রয়োজনীয় ফরম ও নিবন্ধনবহি চুড়ান্ত করা হয়েছে।
● প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়সহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয় সমূহে সংশ্লিষ্ট ফরম ও নিবন্ধনবহি (রেজিষ্টার) সংরক্ষন ও ব্যবহারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।
● ESIA পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা রয়েছে এবং প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম আরম্ভ করেছে।

২৪. প্রকল্পের আওতায় স্যোশাল ও জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম ঃ

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প এ প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ক্ষেত্রে জেন্ডারভিত্তিক অসমতা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে "স্যোশাল ও জেন্ডার উন্নয়ন" বিষয়টি সম্পৃক্ত রাখা হয়েছে যা প্রকল্পের সকল কম্পোনেন্টে জেন্ডার সচেতনতাসহ প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে জড়িত নারী-পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে আনবে; সে সাথে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ঝুকি কমানোর ক্ষেত্রেও মূখ্য ভূমিকা রাখবে। এই প্রকল্পে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারীদের সক্রিয় অর্ন্তভূক্তি রয়েছে ও নারীদের ক্ষমতায়নের বিষয়টি সুস্পস্টভাবে উল্লেখ আছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সাথে প্রাণিসম্পদ উৎপাদনের সকল কাজে জড়িত নারীদের সিদ্ধান্ত নেয়ার জায়গায় যে দুর্বলতা বা সুযোগের অভাব রয়েছে তা কমে আসবে, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা হ্রাস পাবে ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ও নারীদের সমান অংশগ্রহন এ ইতিবাচক ভুমিকা থাকবে।

নারীর অংশগ্রহন নিশ্চিত করার নিমিত্তে, প্রকল্পের মোট সুফলভোগীর অর্ধেক (৫০%) নারী সদস্য লক্ষ্যমাত্রা নির্দ্ধারন করা হয়েছে। যাদের মধ্যে আছে নারী উদ্যোক্তা, দুগ্ধ উৎপাদক দল/কৃষক মাঠ স্কুল দল, গরু হৃষ্টপুষ্টকরণকারী, সোনালী মুরগি পালনকারী, ছাগল/ভেড়া পালনকারী, দেশী মুরগি পালনকারী। এছাড়াও প্রকল্পের সকল ক্ষেত্রেই ইয়থ গ্রুপ ও ভিন্নভাবে সক্ষম মানুষগুলোর প্রতিও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

প্রকল্পে জেন্ডারের সমতা বিধানে যে বিষয়গুলোতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা হলো-নারীদের সম্পদে মালিকানা, ক্রয়-বিক্রয়, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও অন্যান্য কাজে মার্কেটে প্রবেশাধিকার, সেবা, প্রযুক্তি, আর্থিক সুবিধাদিতে যুতসই প্রবেশাধিকার, কমিউনিটিতে অর্ন্তভুক্তি ও সর্বোপরি অন্যান্য ফার্মাস গ্রুপে অংশগ্রহন ও সকল কাজে সিদ্ধান্ত নেয়ার সক্ষমতা অর্জন; আইনগত (বৈধ) ও আর্থিক সহায়তা/প্রণোদনা এবং কারিগরী সহায়তার সমভাবে সুযোগ প্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রেখে জেন্ডার কার্যক্রমকে প্রকল্পের সকল কম্পোনেন্টে নারীর অংশগ্রহন, ভূমিকা ও সামাজিক কাজে নারীর অর্ন্তভুক্তি চিহ্নিত করে মাঠে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এই প্রকল্পটি জেন্ডার মূলধারাকরণ (জেন্ডার মেইনষ্ট্রিমিং) এর পাশাপাশি জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ঝুকি কমানোর ব্যবস্থাপনা, নারীবান্ধব সুবিধা প্রদান, প্রকল্পে জড়িত ব্যক্তিবর্গ, কর্মী, শ্রমিক সর্বোপরি সকলের জন্য কর্মোপযোগী পরিবেশ তৈরীর নিশ্চয়তা প্রদানে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট বদ্ধপরিকর। প্রকল্পের সকল কার্যক্রমে নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি:

চিত্রঃ প্রকল্পের সচেতনতামূলক কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ

- প্রকল্প দলিল অনুযায়ী বিস্তারিত জেন্ডার একশান প্লান তৈরী করা হয়েছে;
- জেন্ডার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ বিষয় নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা করা হয়েছে (রোলআউট ট্রেনিংসহ);
- সামাজিক কার্যক্রমে জেন্ডার-- অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল (GRM) এ জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা (GBV) বিষয়কে গুরুত্ব প্রদান ও রিপোর্টিং সংক্রান্ত ডকুমেন্ট তৈরী করা হয়েছে;
- স্যোশাল ও জেন্ডার এর আলোকে বিস্তারিত "বেইজলাইন সার্ভে প্রশ্নপত্র" ও "প্রজেক্ট বেইজড মনিটরিং এর প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট তৈরী করা হয়েছে;
- 'অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল' (GRM) ও 'জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা' (GBV)-বিষয়ে জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও পরিচালকদের ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- এমআইএস এর মাধ্যমে ডাটা সংগ্রহ ও রিপোর্টিং এর জন্য 'সোশ্যাল ও জেন্ডার' আলোকে মনিটরিং ফরমেট তৈরীকরা হয়েছে;
- ইমার্জেন্সি এ্যাকশন প্লান কার্যক্রমের আওতায় প্রণোদনা প্রাপ্ত সুফলভোগীদের 'কেইস ষ্টাডি' প্রনয়ন করা হয়েছে।

এক নজরে এলডিডিপিতে নারীর সম্পৃক্ততা ঃ

ক্ষেত্র	মোট (জন)	নারী (জন)	নারী সম্পৃক্তার হার
ক) ষ্টাফিং			
১) পিএমইউ	৪৩	১২	২৮%
২) পিআইইউ	৪৫	১৪	৩১%
৩) এলইএ	৯৩৫	৩০৪	৩২%
৪) এলএফপি	৪২০০	১৪২৫	৩৪%
৫) প্রজেক্ট সাপোর্ট স্টাফ	৪২১০	১৪২৫	৩৪%
খ) কারিগরী প্রশিক্ষণ (জানু,২০২১ পর্যন্ত)	০১	-	-
১) অফিসার	১৭১০	৩৫০	২০.৪৬%
২) অফিস স্টাফ	২৩৬২	২৫৫	২০.৪%
৩) ফিল্ড স্টাফ	২৩৬২	২৯৭	২২%
৪) জেন্ডার প্রশিক্ষণ(ভার্চুয়াল)	১৬৯০	১ (২ জন বর্তমান)	১২.৪৯%
৫) জেন্ডার প্রশিক্ষণ(ভার্চুয়াল)	৫৯	১ (২ জন বর্তমান)	১৪.৬৯%
গ) সিইআরসি প্রোগ্রাম (পরিবার)	২৭৯৫৭১	১,১৩,৩৯৩	৪০.৬%
ঘ) সিইআরসি (জরুরী প্রণোদনা)	৪০১৯৬৭	৬৮১৫৩	১৭%

CERC পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম সমূহ ঃ

১) করোনা ভাইরাস প্রাণিসম্পদ এবং প্রাণিজাত পণ্যের মাধ্যমে মানুষে ছড়ায় না এবং প্রাণিজ আমিষ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সহায়ক

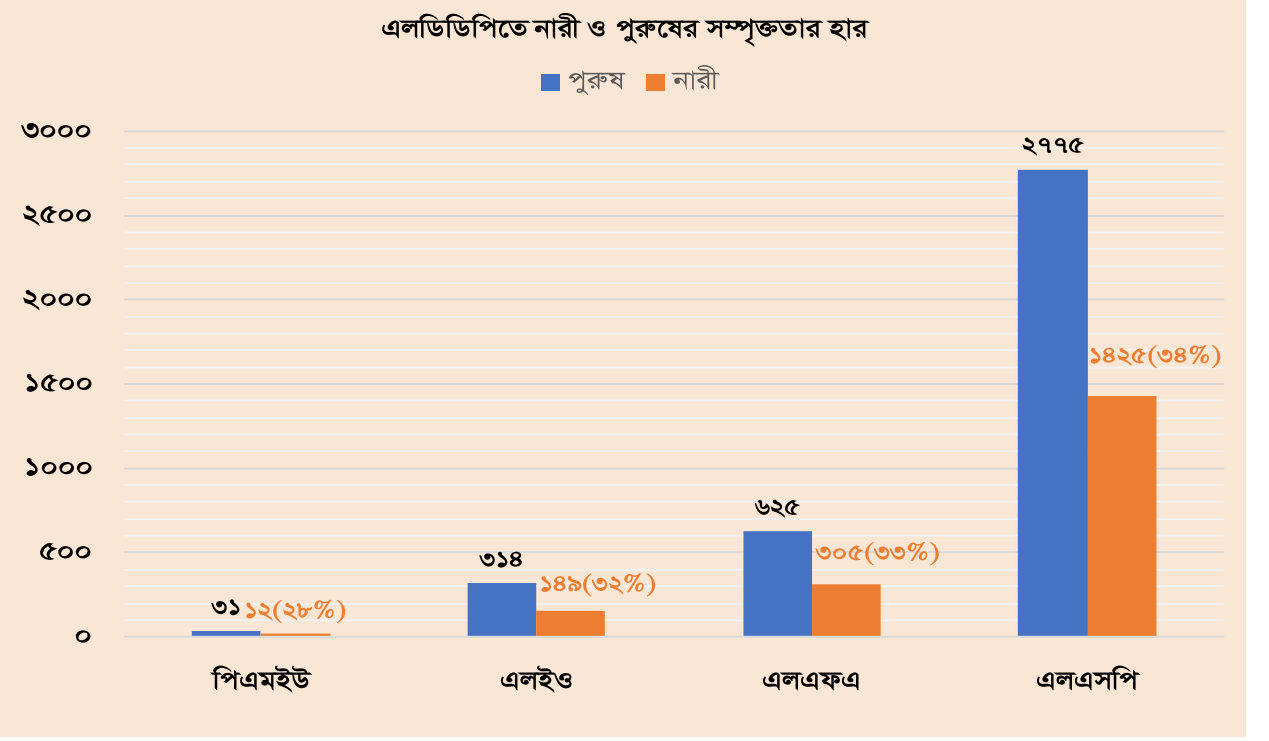

২৫. প্রাণিসম্পদ বীমা কার্যক্রম ঃ

প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ বীমা কার্যক্রম প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রাক-প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম যথা- নীতিমালা প্রণয়ন, অনলাইন ডাটাবেইজ সিসটেম ডিজাইন এবং প্রাণী নিবন্ধন, শনাক্তকরণ, প্রাক-পরিদর্শন, টিকা প্রদান, রোগবালাই, রোগাক্রান্ত, মৃত্যু ও উৎস অনুসন্ধান (ট্রেসিবিলিটি) ইত্যাদির ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা হবে। অত:পর পাইলট আকারে প্রাণী বীমা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি-

প্রাক-প্রস্তুতিমুলক কার্যক্রম এবং পাইলটিং কার্যক্রম পরামর্শক ফার্মের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। এ লক্ষ্যে পরামর্শক ফার্ম নিয়োগের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কম্পোনেন্ট-ডি ঃ প্রকল্প পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন (Project Management and Monitoring & Evaluation)

২৬. প্রকল্পের জনবল নিয়োগ ঃ

প্রকল্প অনুমোদনের পর বাস্তবায়ন কাজ আরম্ভ করার জন্য প্রথমে জনবল নিয়োগ কাজ সম্পন্ন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত জনবল নিয়োগের অগ্রগতি নিম্নরুপ ঃ

ক) প্রকল্প পরিচালক (পিডি) ঃ প্রকল্পের ডিপিপিতে ৩য় গ্রেডের একজন কর্মকর্তাকে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগের সংস্থান রয়েছে। প্রকল্প অনুমোদনের ৩ মাস পর একজন অতিরিক্ত দায়িত্বে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে সরকারের একজন যুগ্ম সচিবকে প্রেষণে প্রকল্পের পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়।

খ) চীফ টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর (সিটিসি) ঃ প্রকল্পের সংস্থান মোতাবেক ১টি চীফ টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর (সিটিসি) পদে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ৫ম গ্রেডের ১জন কর্মকর্তাকে প্রেষণে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

গ) উপ প্রকল্প পরিচালক (ডিপিডি) ঃ প্রকল্পের সংস্থান মোতাবেক ৫টি উপ প্রকল্প পরিচালক পদে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ৬ষ্ঠ গ্রেডের ৪জন এবং এলজিইডি থেকে ১জন কর্মকর্তাকে প্রেষণে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

ঘ) মনিটরিং অফিসার (এমও) ঃ প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প কার্যক্রম মনিটরিংএর জন্যে মোট ২০ জন মনিটরিং অফিসার নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এ সকল এমওগন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে নিয়োজিত থেকে কার্য সম্পাদন করছেন।

ঙ) সহকারী প্রকৌশলী ঃ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরনের নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পর্যবেক্ষন ও তত্বাবধানের জন্য ৪ জন সহকারী প্রকৌশলীর নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং প্রকৌশলীগন সংশ্লিষ্ট নির্মাণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষন ও তত্বাবধান কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

চ) লাইভস্টক এক্সটেনশন অফিসার (এলইও) ঃ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকার প্রতিটি উপজেলায় ১ জন করে মোট ৪৬৫ জন লাইভষ্টক এক্সটেনশন অফিসার নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এলইওগন সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে নিয়োজিত থেকে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছেন।

ছ) লাইভস্টক ফিল্ড এসিসটেন্ট (এলএফএ) ঃ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৬১টি জেলার ৪৬৫টি উপজেলায় ২ জন করে মোট ৯৩০জন লাইভষ্টক ফিল্ড এসিসটেন্ট নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে এলএফএগন উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে নিয়োজিত রয়েছে।

জ) অফিস ষ্টাফ ঃ প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে ৬জন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, ৫জন অফিস সহায়ক, ৩জন হিসাবরক্ষক, ২জন ব্যক্তিগত সহকারী, ৩জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ও ৮জন ড্রাইভার নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এসকল ষ্টাফ পিএমইউতে কর্মরত রয়েছে।

ঝ) লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি) ঃ প্রকল্পের সংস্থান মোতাবেক ৪২০০ জন লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি) স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এলএসপিগন ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা করছেন।

ঞ) প্রকল্পের অধিনে ব্যক্তি পরামর্শক/এক্সপার্ট ঃ প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে পিএমইউকে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ২৬জন পরামর্শক নিয়োগের সংস্থান রয়েছে। এ পর্যন্ত ১৭জন পরামর্শক/এক্সপার্ট নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নিয়োগপ্রাপ্ত পরামর্শক/এক্সপার্টগন পিএমইউতে নিজ নিজ ক্ষেত্রে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

এলডিডিপি এর নিয়োগকৃত ব্যক্তি পরামর্শক /এক্সপার্ট ঃ

১. প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এক্সপার্ট-১জন

২. সিনিয়র মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন স্পেসালিষ্ট-১জন

৩. আইসিটি এক্সপার্ট-১জন

৪. ট্রেনিং এন্ড এক্সটেনশান এক্সপার্ট-১জন

৫. ন্যাশনাল ডেইরি এক্সপার্ট-১জন

৬. এনিমেল হেল্‌থ এক্সপার্ট-১জন

৭. ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সপার্ট-১জন

৮. জুনিয়র এগ্রিবিজনেস এক্সপার্ট-১জন

৯. ফুড সেফটি এন্ড কোয়ালিটি কনট্রোল এক্সপার্ট-১জন

১০. স্যোশাল এন্ড জেন্ডার স্পেসালিষ্ট -১জন

১১. এনভায়রনমেন্ট এন্ড সোশ্যাল সেফগার্ড স্পেসালিষ্ট -১জন

১২. সিনিয়র প্রোকিউরমেন্ট স্পেসালিষ্ট -১জন

১৩. জুনিয়র প্রোকিউরমেন্ট স্পেসালিষ্ট -২জন

১৪. জুনিয়র ফাইন্যান্সিয়াল স্পেশালিষ্ট -২জন

১৫. এনিমেল রিপ্রোডাকটিভ হেলথ এক্সপার্ট-১জন

২৭. প্রকল্পের পিএমইউ এর অবকাঠামো নির্মাণ ঃ

প্রকল্পে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে 'লাইভষ্টক এন্ড ডেইরি ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প'এর প্রকল্প ব্যবস্থপনা ইউনিট নির্মাণ ও উন্নয়নের সংস্থান রয়েছে ।

কার্যক্রমের অগ্রগতি-

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভবন নং-২ এর ৬ষ্ঠ তলার উপর ৭ম ও ৮ম তলা নির্মাণ করে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ) চালু করা হয়েছে।

২৮. প্রকল্প বাস্তবায়নে যানবাহন সংগ্রহ ঃ

প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথ ও দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের পিএমইউ এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের যানবাহন সংগ্রহের সংস্থান রয়েছে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি -

প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকীর জন্য প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী ইতোমধ্যে ০২টি পাজেরো জীপ, ০৫টি ডাবল কেবিন পিক-আপ, ০১টি মাইক্রোবাস এবং ৪৮৮টি মোটর সাইকেল সংগ্রহ করা হয়েছে। এ সকল যানবাহন সারাদেশের ৪৬৫টি উপজেলায় মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের আওতায় নিয়োগকৃত ৪৬৫ জন প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, ২০জন মনিটরিং অফিসার ও ০৩ জন সহকারী প্রকৌশলীকে ০১টি করে মোট ৪৮৮টি মোটর সাইকেল সরবরাহ করা হয়েছে।

চিত্র- ঃ এলইওদের মাঝে মোটর সাইকেল সরবরাহ (বামে), মোহনপুর উপজেলায় এলইও কর্তৃক খামার পরিদর্শন (ডানে)

২৯. প্রকল্পের মনিটরিং ও মূল্যায়ন কার্যক্রম ঃ

এলডিডিপি প্রকল্পের মনিটরিং ও মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য হলো- প্রকল্পের কার্যক্রম গুলো প্রকল্প দলিল অনুযায়ী যথাসময়ে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা এবং সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পন্থা ও কৌশল অবলম্বন করা। প্রকল্পের কার্যক্রমগুলির ফলাফল সঠিকভাবে অর্জিত হচ্ছে কিনা তা পরিমাপ করার জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে পরিবীক্ষণের জন্য বিভিন্ন সূচক এবং তার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা আছে যা অনুসরণ করা।

কার্যক্রমের অগ্রগতি-

● প্রকল্পের রেজাল্ট ফ্রেমওয়ার্ক এর আলোকে প্রকল্পের কার্যক্রম এবং ফলাফলসমুহের অগ্রগতি অনুসরণ করার জন্য মনিটরিং এবং মূল্যায়ন বিষয়ে ফিল্ড ম্যানুয়েল তৈরী করা হয়েছে যা পিএমইউ ও বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে;

● প্রকল্পের শুরুতে প্রকল্পের সকল সুবিধাভোগীদের নির্ভূল প্রোফাইল প্রস্তুত করার লক্ষ্যে GEMS KOBO Tool Box/MIS ব্যবহার করা হচ্ছে। একইসাথে প্রকল্পের শুরুতে সুবিধাভোগীদের বেইজলাইন তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক তৈরী করে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে;

● পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন কার্যক্রমকে জোরদার এবং গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রকল্পের জন্য একটি আইটি ফার্ম নিয়োগ করা হয়েছে যা একটি Computerized Project Management Information System (CPMIS) তৈরী করছে। এর মাধ্যমে অনলাইন প্রক্রিয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সকল তথ্য ও উপাত্ত সংগৃহীত হবে যা প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন প্রস্তুত ও ফিডব্যাকে সহায়ক হবে;

● এলডিডিপি প্রকল্পের অগ্রগতির বিষয়ে মাসিক/ত্রৈমাসিক/অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন তৈরী করা হচ্ছে যা নির্দিষ্ট ছকের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে মন্ত্রণালয়, বিশ্বব্যাংক ও বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নিকট প্রেরণ করা হয়ে থাকে;

● প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত প্রজেক্ট ডকুমেন্ট, ম্যানুয়েল এবং গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে-

ক) এনভায়রনমেন্ট এন্ড স্যোশাল ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক
খ) পেস্ট ম্যানেজমেন্ট প্লান
গ) প্রজেক্ট বাস্তবায়ন ম্যানুয়েল
ঘ) গ্রান্টস্ ম্যানুয়েল
ঙ) জি আর এম গাইড লাইন
চ) সিইআরসি ম্যানুয়েল
ছ) পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন ফিল্ড ম্যানুয়েল
জ) ইএপি বাস্তবায়ন ফিল্ড ম্যানুয়েল
ঝ) এলডিডিপি উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা গাইডলাইন
ঞ) বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশিকা
ট) প্রোডিউসার গ্রুপ গঠন ও সেবা প্রদান নির্দেশিকা

৩০. কম্পিউটারাইজড প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (সিপিএমআইএস) ও একাউন্টিং সফট্ওয়ার তৈরী ঃ

প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কম্পোনেন্ট এবং সাব-কম্পোনেন্ট এর অধীনে যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে তার তথ্য উপাত্ত সংরক্ষন ও পরিবীক্ষনের জন্য উপযুক্ত কম্পিউটার বেইজড একটি একাউন্টিং সফট্ওয়ার এবং একটি সিপিএমআইএস সফট্ওয়ার তৈরী করা হবে যার মাধ্যমে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের তথ্য সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে অনলাইনে আপলোড করা হবে। উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে দৈনিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক রিপোর্ট তৈরী করা হবে। এ ছাড়াও এমআইএস-এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অন্যান্য রিপোর্টিং করার সুযোগ থাকবে যা প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, রেজাল্ট ফ্রেমওর্য়াকের তথ্য সংগ্রহসহ প্রকল্প উন্নয়ন সূচক অর্জনে সাহায্য করবে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি-

● সাউথটেক নামে একটি সফটওয়ার ফার্ম সিপিএমআইএস এবং একাউন্টিং সফট্ওয়ার তৈরীর লক্ষ্যে কাজ করছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের খসড়া একাউন্টিং সফট্ওয়ার তৈরীর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে যা বর্তমানে ট্রায়াল পর্যায়ে রয়েছে।

● পিএমআইএস সফট্ওয়ার তৈরীর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে এবং তার আলোকে সফট্ওয়ার তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে যা বর্তমানে ট্রায়াল পর্যায়ে রয়েছে।

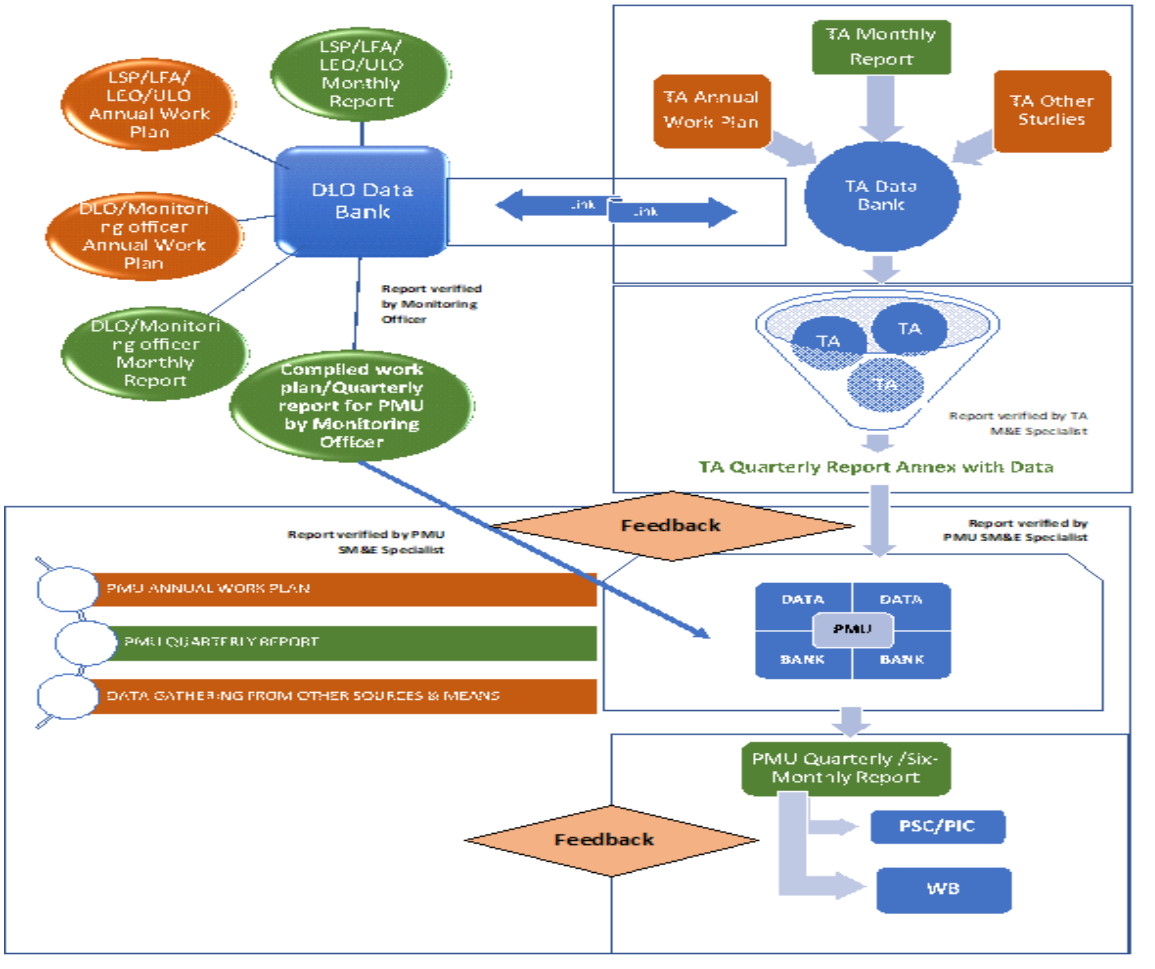

৩১. এলডিডিপি ওয়েব সাইট তৈরী ঃ

'প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প' এর একটি স্বতন্ত্র ওয়েব পোর্টাল চালু এবং পরিচালনার সংস্থান প্রকল্পের ডিডিপিতে রয়েছে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি ঃ

এ প্রকল্পের আওতায় একটি ওয়েব পোর্টাল ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে। ওয়েব পোর্টালের ঠিকানা lddp.portal.gov.bd। ওয়েব পোর্টালে প্রকল্পের বিবরন, সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য, বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য, বিজ্ঞপ্তি, প্রশিক্ষনের তথ্য নিয়মিত প্রকাশ এবং হালনাগাদ করা হচ্ছে।

৩২. প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যালোচনা ঃ

প্রকল্প পরিচালকের সভাপতিত্বে প্রকল্পের কার্যক্রম সর্ম্পকে প্রকল্পের সিটিসি, ডিপিডি, পরামর্শক ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে পিএমইউ তে নিয়মিত পর্যলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে আলোচনা, দিক নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এছাড়া পিএমইউ হতে বিভিন্ন সময়ে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাদের সাথে ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠান ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

চিত্র- ঃ প্রকল্প পরিচালক এর সভাপতিত্বে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি বিষয়ক অনুষ্ঠিত সভা

৩য় অধ্যায়

কনটিনজেন্সি ইমারজেন্সি রেসপন্স কম্পোনেন্ট (CERC) এর আওতায় ইমারজেন্সি এ্যাকশন প্লান (EAP) বাস্তবায়ন

ইমারজেন্সি এ্যাকশন প্লান (EAP) ঃ কনটিনজেন্সি ইমারজেন্সি রেসপন্স কম্পোনেন্ট (CERC) এলডিডিপি এর একটি গুরুত্বপূর্ন কম্পোনেন্ট। এ কম্পোনেন্টের আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় জরুরী দুর্যোগ/সংকট পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা ও বাজার ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক/আইডিএ থেকে অর্থায়নের বা বিনিয়োগের সংস্থান রয়েছে।

৮ মার্চ, ২০২০ তারিখ বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ কেইস সনাক্ত হয়। এ প্রেক্ষাপটে করোনা ভাইরাস বিস্তার রোধে ২৫ মার্চ, ২০২০ থেকে সরকার সাধারন ছুটি ঘোষণা করে। পরবর্তীতে সরকার ৫ মে, ২০২০ পর্যন্ত সারাদেশে লকডাউন ঘোষণা করে এবং সকল নাগরিককে ঘরে থাকার পরামর্শ দেয়। ফলে প্রাণিসম্পদ খাতে নিয়োজিত খামারীরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খামারের উৎপাদিত পণ্য দুধ, ডিম, মুরগি পরিবহন ও বাজারজাতকরণ মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়। অন্যদিকে প্রাণিজাত উৎপাদন উপকরণ যেমন-মুরগির বাচ্চা, খাদ্য, ঔষধ-প্রিমিক্স সরবরাহ প্রক্রিয়াও ব্যহত হয়। দুধের মূল্য উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়। পক্ষান্তরে দুধ সংরক্ষনের কোন উপায় না থাকায় খামারীগন উৎপাদিত দুধ ফেলে দিতে বাধ্য হয়। পোল্ট্রি খাদ্য মূল্য প্রায় ৫০% বৃদ্ধি পায় কিন্তু উৎপাদিত পোল্ট্রির মূল্য প্রায় ৬০% হ্রাস পায়।

চিত্র- ঃ লকডাউনকালীন সময়ে ক্রেতাশূন্য অস্থায়ী দুধের বাজার (বামে), খামারীশূন্য মিল্ক কালেকশন সেন্টার (ডানে)

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ২০১৯ সালে দুধ উৎপাদণের প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রা ১০.৪৭ মে. টনের বিপরীতে ১০.২২ মে. টন উৎপাদিত হয়। একইভাবে ২০২০ সালের উৎপাদন প্রবনতা প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম পরিলক্ষিত হয়। একই সময় দেখা যায় দুধের মূল্য ৪.৪% হ্রাস পায় অন্যদিকে দানাদার পশুখাদ্যের মূল্য ৭.২% বৃদ্ধি পায়। ফলে ক্ষুদ্র খামারীগণ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হন। এ প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র দুগ্ধ ও পোল্ট্রি খামারীদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখার মাধ্যমে এ খাতের উৎপাদন ধারা অব্যাহত রাখার নিমিত্ত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয় ***"প্রাণিসম্পদ এবং ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)"*** এর মাধ্যমে বিশেষ প্রণোদনা কার্যক্রম গ্রহণ করে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক ইমারজেন্সি এ্যাকশন প্লান (ইএপি) প্রস্তুত করা হয় এবং প্রকল্প দলিলে বর্নিত Contingency Emergency Response Component (CERC), পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বিশ্বব্যাংকের সম্মতিক্রমে সক্রিয় করা হয়।

CERC পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম সমূহ ঃ

১) করোনা ভাইরাস প্রাণিসম্পদ এবং প্রাণিজাত পণ্যের মাধ্যমে মানুষে ছড়ায় না এবং প্রাণিজ আমিষ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সহায়ক এ বিষয়ে ভোক্তা জনসাধারণ, উৎপাদনকারী, বিক্রেতা এবং পরিবহন সেক্টরকে সচেতন করা;

২) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং এলডিডিপি'তে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এবং প্রাণিসম্পদ খাতে নিয়োজিত সকলের সুরক্ষার নিমিত্ত Personal Protection Equipment (PPE) সরবরাহ করা;

৩) করোনাকালে খামার ও খামারীদের পশুপাখির নিরাপদ ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক (MVC) সরবরাহ করা;

৪) করোনা সংকটকালে ব্যবসা টিকিয়ে রাখা এবং করোনা পরবর্তী সময়ে ব্যবসা উন্নয়নের জন্য খামারীদের আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ প্রদান;

৫) দুধ প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ক্রিম, ছানা, ঘি, বাটার তৈরির লক্ষ্যে ক্রিম পৃথকীকরণ যন্ত্র (Cream Separator Machine) সরবরাহ করা;

৬) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে টীকা ও ঔষধ সংরক্ষণের জন্য রেফ্রিজারেটর সরবরাহ করা;

৭) কমিউনিটি পর্যায়ে দুধ এবং ডিম বিক্রয় নিরবিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে¨ ভাড়ায় ভ্যানের (Rental Mobile Vehical) সংস্থান করা;

নিম্নের সারণীতে CERC পরিকল্পনায় অর্ন্তভূক্ত কার্যক্রম এবং অগ্রগতি বর্নিত হলো ঃ

ক্র.নং	EAP কার্যক্রম	সুবিধাভোগী ধরন	ইউনিট	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	%
১.	মাস মিডিয়ায় প্রচার (Mass M	দেশব্যাপী	সংখ্যা	১৮টি	১৮টি (টিভিসি মনোলগ, ডায়ালগ)	১০০
২.	স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	ষ্টাফ সংখ্যা	৬১টি জেলার ৪৬৫ টি উপজেলা	৬১টি জেলার ৪৬৫ টি উপজেলা	১০০
৩.	মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক	ডিএলএস/ উপজেলা	সংখ্যা	৬১টি	৬১টি	১০০
৪.	পোল্ট্রি উৎপাদনকারীদের ব্যবসা চলমান রাখার লক্ষ্যে আর্থিক প্রণোদনা প্রদান	পোল্ট্রি ফার্মারস	পরিবার	২০৩৩০০	১৮০৩৪০	৯০
৫.	ডেইরি উৎপাদনকারীদের ব্যবসা চলমান রাখার লক্ষ্যে আর্থিক প্রণোদনা প্রদান	ডেইরি ফার্মারস	পরিবার	৪২০০০০	৪১৭২৩৯	৯৯
৬.	ক্রিম সেপারেটর সরবরাহ	ডেইরি ফার্মারস/ ভিএমসিসি	সংখ্যা	১৫০০	১৫০০	১০০
৭.	ফ্রিজার সরবরাহ	ডিএলএস/ উপজেলা	অফিস সংখ্যা	৫৩০	৫৩০	১০০
৮.	EAP বাস্তবায়ন ফিল্ড ম্যানুয়েল তৈরী	পিএমইউ/ ডিএলএস	সংখ্যা	৫০০	৫০০	১০০
৯.	রেন্টাল মোবাইল ভেহিক্যাল	ডিএলএস/ উপজেলা	খামারীর সংখ্যা	৬০০০০	৮৬৫৩৭	১৪৪

গ) প্রকল্পের ইএপি'র আওতায় জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রচার কার্যক্রম ঃ

প্রকল্পের আওতায় করোনাকালীন জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। ইএপি কার্যক্রমের

ক) EAP এর আওতায় ক্ষতিগ্রস্থ খামারীদের প্রণোদনা প্রদানের তথ্য ঃ

এলডিডিপি পিএমইউ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, জেলা প্রাণিসম্পদ অফিস, উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের মাধ্যমে লাইভস্টক এক্সটেনশন কর্মকর্তা এবং এলএসপিদের সহায়তায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। দ্রুততার সাথে খামারী নির্বাচনপূর্বক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত ২ টি কমিটি রয়েছে ঃ

১) উপজেলা সুফলভোগী নির্বাচন ও বাস্তবায়ন কমিটি ঃ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি নির্ধারিত মানদন্ডের আলোকে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত সুফলভোগী নির্বাচন করে প্রায় ৬.২ লক্ষ খামারীর তালিকা প্রনয়নপূর্বক পিএমইউতে প্রেরণ করে।

২) কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি ঃ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর নেতৃত্বে গঠিত এই কমিটি উপজেলা কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত তালিকাভূক্ত খামারী/সুফলভোগী যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষাপূর্বক চূড়ান্ত করে চূড়ান্ত তালিকা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করে। কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তকৃত সুবিধাভোগীর তালিকা শতভাগ পরীক্ষার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় নির্দেশনা দেন। তার প্রেক্ষিতে সুফলভোগীর তালিকা শতভাগ যাচাইয়ের লক্ষে¨ ডিজিটাল পদ্ধতিতে (Kobo tool box) শতভাগ যাচাই করা হয়। যাচাই করার নিমিত্ত স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্পের প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, এলএফএ ও লাইভষ্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (LSP) গণ তালিকাভূক্ত প্রতিটি খামারীর খামার সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক Kobo tool box এর মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট তথ্য, সংগ্রহ ও ছবি ধারণপূর্বক ODK এ্যাপস এর মাধ্যমে পিএমইউতে প্রেরণ করে। পিএমইউ প্রাপ্ত তথ্যাদি এক্সেল শিটে রুপান্তর ও পূনঃ যাচাই করে।

খামারী তালিকাঃ

ডেইরি ক্যাটাগরী-১ঃ (১-৫টি গাভী), **ক্যাটাগরী-২** (৬-৯টি গাভী) ও **ক্যাটাগরী-৩** (১০-২০টি গাভী)

পোল্ট্রি ক্যাটাগরীঃ

ক) ব্রয়লার ক্যাটাগরী-১ (৫০০-১০০০টি), ২ (১০০১-২০০০টি), ৩(২০০১টি+)

খ) লেয়ার ক্যাটাগরী-১ (২০০-৫০০টি), ২ (৫০১-১০০০টি), ৩ (১০০১টি+),

গ) সোনালী ক্যাটাগরী-১ (১০০-৫০০টি), ২ (৫০১-১০০০টি), ৩ (১০০১টি+) ও

ঘ) হাঁস ক্যাটাগরী-১ (১০০-৩০০টি), ২ (৩০১-৫০০টি), ৩ (৫০১টি+) হিসেবে ভাগ করা হয়।

চিত্র- ঃ লকডাউনকালীন সময়ে পোল্ট্রি খামারে অবিক্রিত ব্রয়লার ও ডিম

ইএপি বাস্তবায়নে তথ্য প্রযুক্তির (জেমস্ কোবো টুলবক্স) এর ব্যবহার ঃ

জেমস্ কোবো টুলবক্স (GEMS KOBO TOOL BOX) একটি অনলাইন বেইজড সফট্ওয়ার যার মাধ্যমে খামারীদের খামারের জিও লোকেশনসহ সকল তথ্য, ছবি, স্বাক্ষর ইত্যাদি সংগ্রহ করে সার্ভারের মাধ্যমে নির্ভুল ভাবে সংরক্ষন করা হয়। পরবর্তীতে সার্ভার থেকে পিএমইউতে প্রেরণ পূর্বক এক্সেল এ যাচাই বাছাই ও সংরক্ষণ করা হয়।

বিশ্বব্যাংক GEMS KOBO TOOL BOX ব্যবহারের উপর ২ দিনের (২৫ এবং ৩০ জুন, ২০২০) প্রশিক্ষণের আয়োজন করে এতে মোট ২২ জন কর্মকর্তা (২০ জন মনিটরিং অফিসার এবং ২ জন ডিপিডি) অংশ নেয়।

● পরবর্তীতে ইমারজেন্সি এ্যাকশান প্লানের আওতায় সুবিধাভোগীদের নমুনা ক্রস চেকিং সমীক্ষা পরিচালনার জন্য মোট ১৭৪৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে একই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

● সচিব মহোদয়ের নির্দেশনাক্রমে শতভাগ সুফলভোগী যাচাই করার জন্য সমগ্র বাংলাদেশে মোট ৭০০১ (ডিএলও, ইউএলও, এলইও, এলএফএ, এমও, এলএসপি) জনকে GEMS KOBO TOOL BOX এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে সুফলভোগী যাচাই বাছাই কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়।

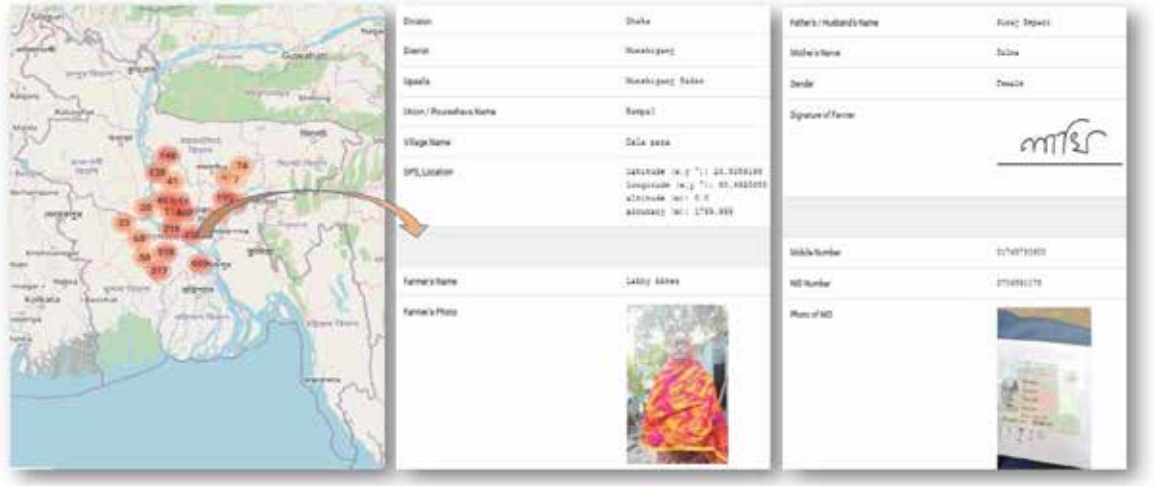

ODK এ্যাপস এর মাধ্যমে সুফলভোগীদের অনলাইন তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

চিত্র- ঃ জনাব রওনক মাহমুদ সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের ইএপি বাস্তবায়নে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

ইএপি আওতায় সুফলভোগীদের নগদ অর্থ প্রেরণের পদ্ধতি ঃ

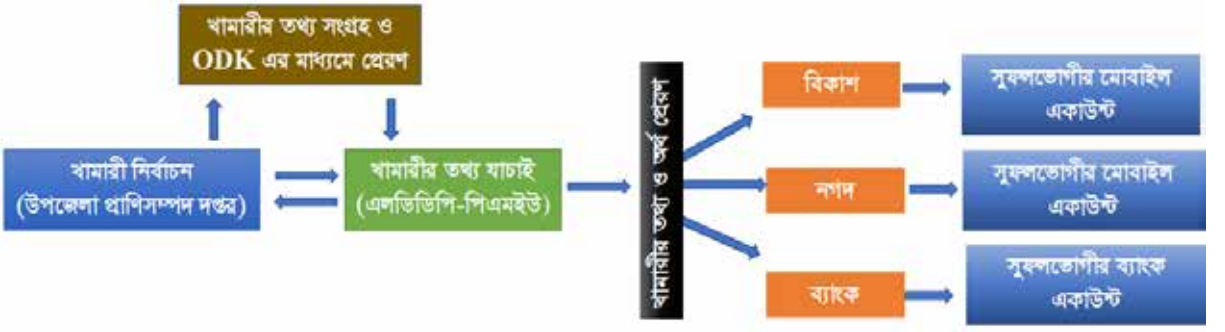

চিত্র- ঃ ইএপি এর আওতায় খামারীদের তথ্য সংরক্ষণ (বামে), পিএমইউতে অন লাইনে খামারীর তথ্য যাচাই বাছাই প্রক্রিয়া (ডানে)

প্রণোদনা অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ ঃ নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রেরিত প্রণোদনার অর্থ সুফলভোগীগন পেয়েছেন কিনা তা নিশ্চিতকরণের জন্য দৈবচয়ন পদ্ধতিতে টেলিফোনে এবং মোবাইল ফোনে নির্বাচিত সুফলভোগীদের সাথে যোগাযোগ করা হয়। এ ছাড়া GRM পদ্ধতির মাধ্যমে কেউ অর্থ না পেয়ে থাকলে বা কোন অভিযোগ থাকলে সে সম্পর্কে তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংগ্রহ ও প্রযোজ্যক্ষেত্রে সমাধান করা হয়। নির্বাচিত খামারীর নিকট নগদ অর্থ প্রেরণের লক্ষ্যে পিএমইউতে সুবিধাভোগীর এনআইডি এবং একাউন্ট নম্বর (বিকাশ, নগদ ও ব্যাংক) নিশ্চিত করা হয়। অতঃপর অর্থ প্রেরণের লক্ষ্যে বিকাশ, নগদ, এবং অগ্রণী ব্যাংকের সাথে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরপূর্বক শর্তানুযায়ী অর্থ ছাড় প্রক্রিয়া শুরু করা হয়।

চিত্র- ঃ জনাব শ.ম. রেজাউল করিম, এমপি মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ১৭/২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ আনুষ্ঠানিকভাবে ইএপি প্রণোদনা কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

EAP আওতায় সুফলভোগীর সংখ্যা ও অর্থ বিতরনের চিত্র

১৭/২/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর হতে ৩০/৬/২০২১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ডেইরি ও পোল্ট্রি খাতে বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে মোট ৫৯৭২৪৯ জন খামারীকে মোট ৬৯৮৯৫৮৫১২৫ টাকা হস্তান্তর/প্রেরণ করা হয়েছে।

১) EAP এর আওতায় ডেইরি ক্যাটাগরীতে সুফলভোগীর সংখ্যা ও অর্থ বিতরনের চিত্র ঃ

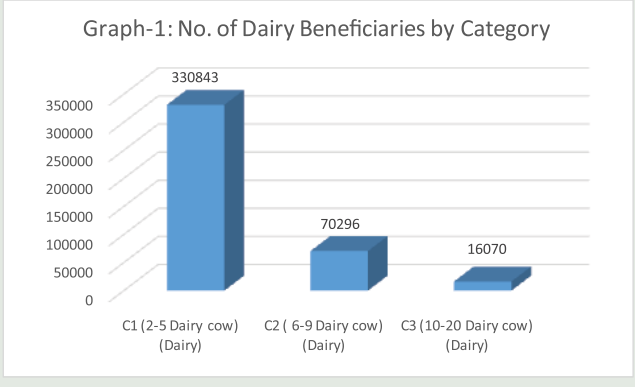

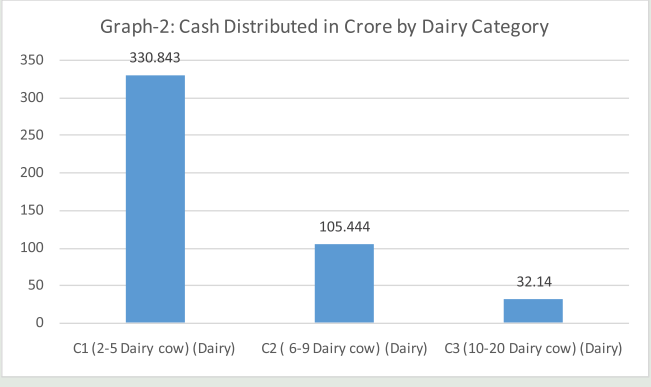

২) EAP এর আওতায় পোল্ট্রি (ব্রয়লার মুরগি) ক্যাটাগরীতে সুফলভোগীর সংখ্যা ও অর্থ বিতরনের চিত্র ঃ

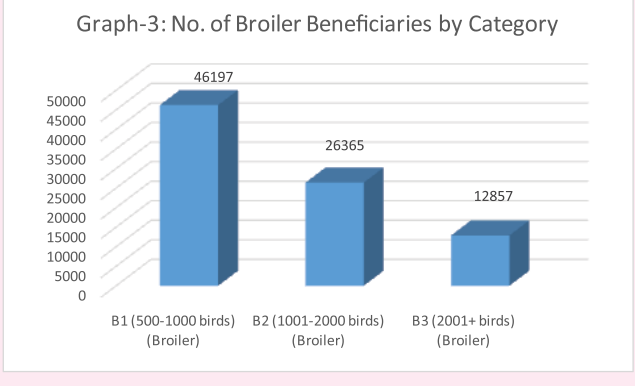

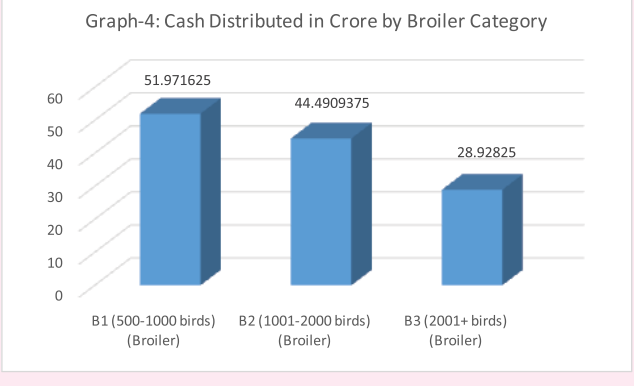

৩) EAP এর আওতায় পোল্ট্রি (লেয়ার মুরগী) ক্যাটাগরীতে সুফলভোগীর সংখ্যা ও অর্থ বিতরনের চিত্র ঃ

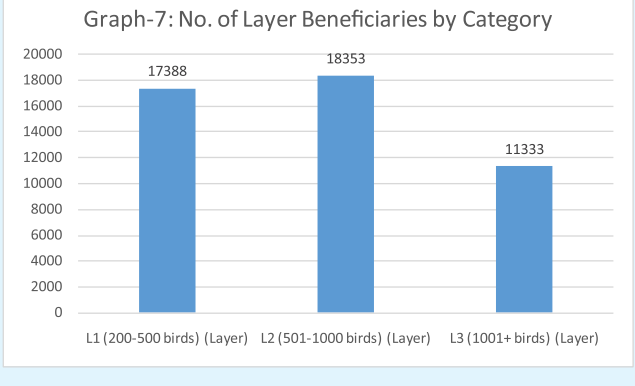

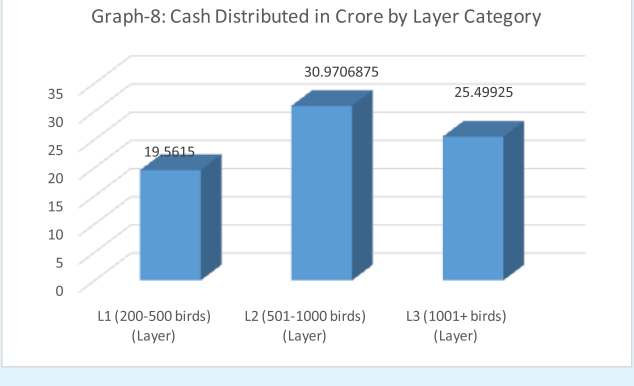

৪) EAP এর আওতায় পোল্ট্রি (সোনালী মুরগি) ক্যাটাগরীতে সুফলভোগীর সংখ্যা ও অর্থ বিতরনের চিত্র ঃ

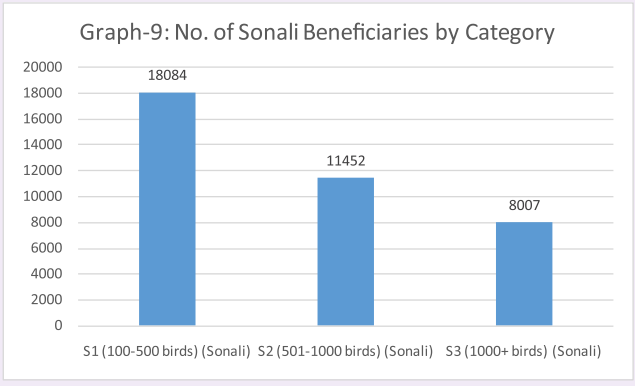

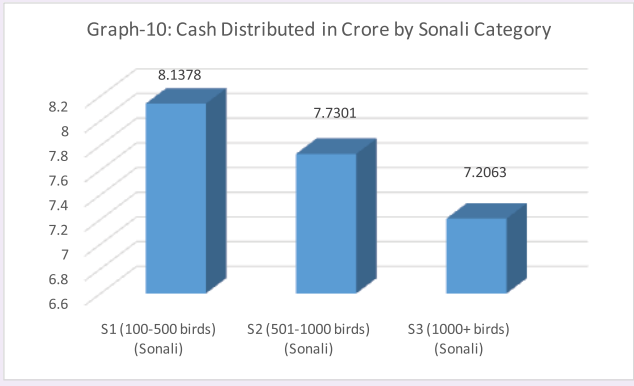

৫) EAP এর আওতায় পোল্ট্রি (হাঁস) ক্যাটাগরীতে সুফলভোগীর সংখ্যা ও অর্থ বিতরনের চিত্র ঃ

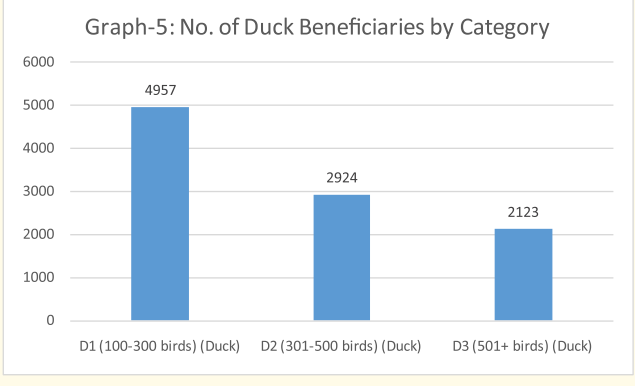

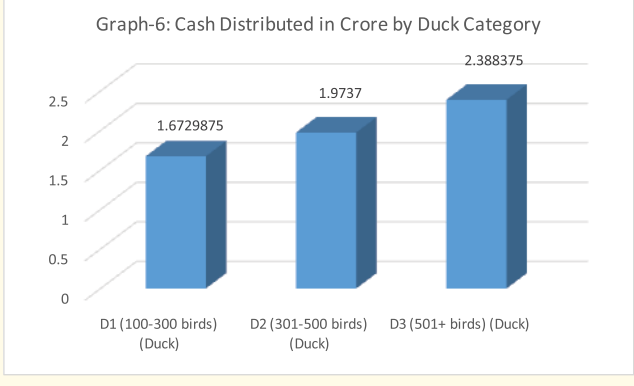

৬) EAP এর আওতায় খামারভিত্তিক এবং জেন্ডারভিত্তিক প্রণোদনা প্রদানের চিত্র ঃ

৭) EAP এর আওতায় প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রণোদনা প্রেরনে সুফলভোগীর সংখ্যা ও অর্থ প্রেরনের চিত্র ঃ

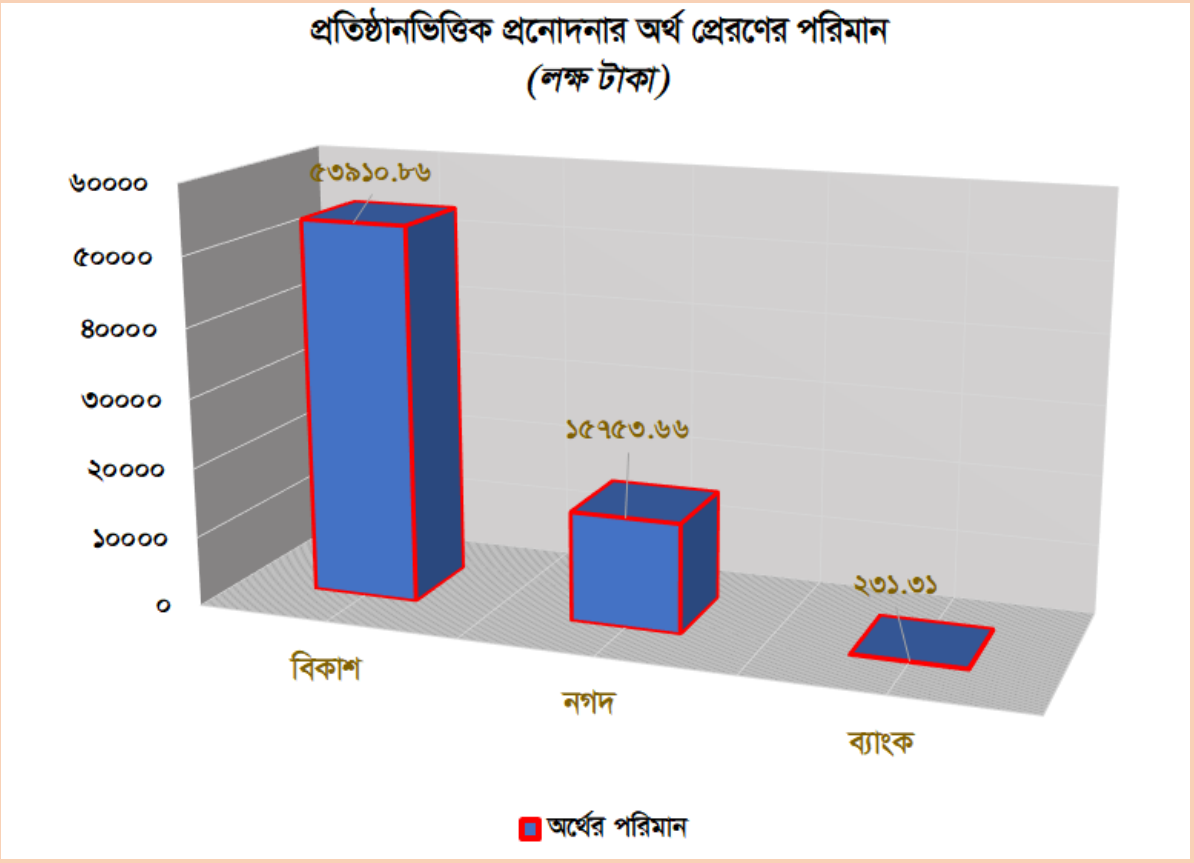

খ) করোনা যুদ্ধে নাজমার জীবন জীবিকা ও তার খামার- একটি কেস ষ্টাডি

খ) করোনা যুদ্ধে নাজমার জীবন-জীবিকা ও তার খামার - একটি কেস ষ্টাডি

নাজমার স্বামীকে বাঁচানো গেল না কিছুতেই। করোনার করালগ্রাসে মাত্র সপ্তাহ খানেকের অসুখেই হারিয়ে গেল সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যাক্তিটি। এক মেয়ে আর দুই ছেলে নিয়ে আচমকা দিশেহারা হয়ে পড়েন নাজমা বেগম। বয়স তার পঞ্চাশের কোঠায়। বাড়ি ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার দিঘীরপাড় এলাকার খালপাড় গ্রামে।

নাজমা বেগমের গরুর খামার

বিয়ের পর শ্বশুর বাড়িতে এসে কাটিয়ে দিয়েছেন প্রায় ৩৬টি বছর। স্বামী আলেক শেখ আর্থিকভাবে খুব একটা স্বচ্ছল ছিলেন না। কিন্তু খুবই পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন। আর ছিলেন সহজ, সরল ও বিনয়ী। আলেক শেখ বছর দশেক আগে দেশি জাতের ২টা গাভী দিয়ে স্বল্প পরিসরে একটা খামার শুরু করেন। পাশাপাশি অন্য মানুষের জমি বর্গা নিয়ে চাষবাসও করতেন। নাজমা বেগম সংসারের কাজের পাশাপাশি এবং ছেলেমেয়েরা পড়ালেখার ফাঁকে আলেক শেখের কাজে সহযোগিতা করতো। বেশ ভালই চলছিল তাদের ক্ষুদ্র খামারটি। সময়ের ব্যবধানে সবার শ্রমে-ঘামে আস্তে আস্তে খামারটি বড় হতে থাকে। গরুর সংখ্যা বেড়ে দুই থেকে চার, চার থেকে ছয় হয়; কেনা হয় একটি সংকর জাতের উন্নত মানের গাভী। প্রাচুর্য আসেনি সংসারে তখনো, তবে অভাব বিদায় নিয়েছে ঠিকই।

কিন্তু হঠাৎ আসা করোনা মহামারি শুধু আলেক শেখের জীবনই কেড়ে নেয়নি, তার প্রিয় খামারটিকেও তছনছ করে দিয়ে যায়। একদিকে নিজেদের খাবারের অভাব দেখা দেয়, অন্যদিকে গরুর খাবারেও সংকট সৃষ্টি হয়। সেই সাথে দুধ বিক্রিতেও নেমে আসে স্থবিরতা। বিপন্ন নাজমার কাছে এ যেন বোঝার উপর শাকের আঁটি। স্বামী মারা যাবার পরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "করোনার জন্যি আমি দুধ বেচপার পারি নাই, মাইনষেরে দিয়া দিছি, ফালাইছি। গরুগুলানের জন্যি খাবার কিনবার পারি নাই, খুব অভাবে চলছি। খাওয়া দিবার না পাইরা একটা গাভী বেইচ্চা দিছি। ভাবছিলাম আরো বেইচ্চা ফালামু"।

ঠিক এই সময়ে নাজমার বাড়িতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) থেকে একজন কর্মকর্তা গিয়ে হাজির হন। তার পরিবার ও খামারের খোঁজখবর নেন। খামারটি সচল রাখার জন্য সম্ভব সবকিছু করার আশ্বাস দেন। কর্মকর্তাটি নাজমার নাম ঠিকানার পাশাপাশি বিকাশ এ্যাকাউন্ট নাম্বারও নিয়ে আসেন।

এর সপ্তাহ দেড়েক পরে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে নাজমার বিকাশ নাম্বারে ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা পৌঁছে যায়। প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেননি তিনি। বিকাশ এজেন্টের কাছ থেকে নগদ টাকা হাতে পাওয়ার পর অনেক খানি স্বস্তি নেমে আসে নাজমার পরিবারে। তারা বুঝতে পারেন, খামার চালু রাখার জন্য সদাশয় সরকার এ আর্থিক প্রণোদনা দিয়েছে। তাদের ছেলেমেয়েরাও বুঝতে পারে যে, তারা আর একা নয়। প্রণোদনার টাকা পাওয়ার পর নাজমাকে আর গরু বিক্রি করতে হয়নি। উল্টো খামারের গরুগুলোর জন্য পর্যাপ্ত খাবারের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন, বর্ষা মৌসুমে গরুর ঘর মেরামত করতে পেরেছেন এবং নতুন একটা বকনা গরুও কিনেছেন।

আর্থিক প্রণোদনার পাশাপাশি দেশের অন্যান্য খামারিদের মতো করোনার কারণে ঘর থেকে বেড় হতে না পারা নাজমা বেগমও এলডিডিপি'র সহযোগিতায় ন্যায্য মূল্যে ঘরে বসে দুধ বিক্রির সুবিধা পেয়েছেন। প্রকল্পটির মাধ্যমে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস থেকে গরুর খুরা রোগের ওষুধসহ কৃমিনাশক ও অন্যান টিকা পেয়েছেন। সাথে পেয়েছেন খামার ব্যবস্থাপনা, প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য বাজারজাতকরাসহ নানা বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ।

নাজমা বেগম তার মোবাইল ফোনে বিকাশ-এর মাধ্যমে ইএপির প্রণোদনার অর্থ প্রাপ্তির মেসেজ পাওয়ায় আনন্দিত এবং এজন্য তিনি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

নাজমার মনোবল ফিরে এসেছে। দক্ষ হাতে সংসার ও খামারের হাল ধরে রেখেছেন তিনি। গরুগুলোর স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভাল হয়েছে, দুধ উৎপাদনও বেড়েছে। এখন তিনি স্বপ্ন দেখছেন উন্নত জাতের আরো গরু কেনার, খামারটি আরো বড় করার।

গ) প্রকল্পের ইএপির আওতায় জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রচার কার্যক্রম ঃ

প্রকল্পের আওতায় করোনাকালীন জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। ইএপি কার্যক্রমের আওতায় করোনার সময়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও করোনা প্রতিরোধে দুধ, মাংস ও ডিমের গুরুত্বের উপর ৪টি টিভিসি ডকুমেন্টরী তৈরীর করে বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রচার করা হয়েছে। এ ছাড়া খামার ব্যবস্থাপনার উপর ২টি এবং এলডিডিপি ও ইএপি কার্যক্রমের উপর ১টি ভিডিও ডকুমেন্টরী তৈরী কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আওতায় করোনার সময়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও করোনা প্রতিরোধে দুধ, মাংস ও ডিমের গুরুত্বের উপর ৪টি টিভিসি ডকুমেন্টরী তৈরীর করে বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রচার করা হয়েছে। এ ছাড়া খামার ব্যবস্থাপনার উপর ২টি এবং এলডিডিপি ও ইএপি কার্যক্রমের উপর ১টি ভিডিও ডকুমেন্টরী তৈরী কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

করোনা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক টিভিসি-

করোনা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক টিভিসি-

করোনা প্রতিরোধে দুধ, ডিম, মাংসের গুরুত্ব

করোনা প্রতিরোধে প্রাণিজ আমিষের গুরুত্ব

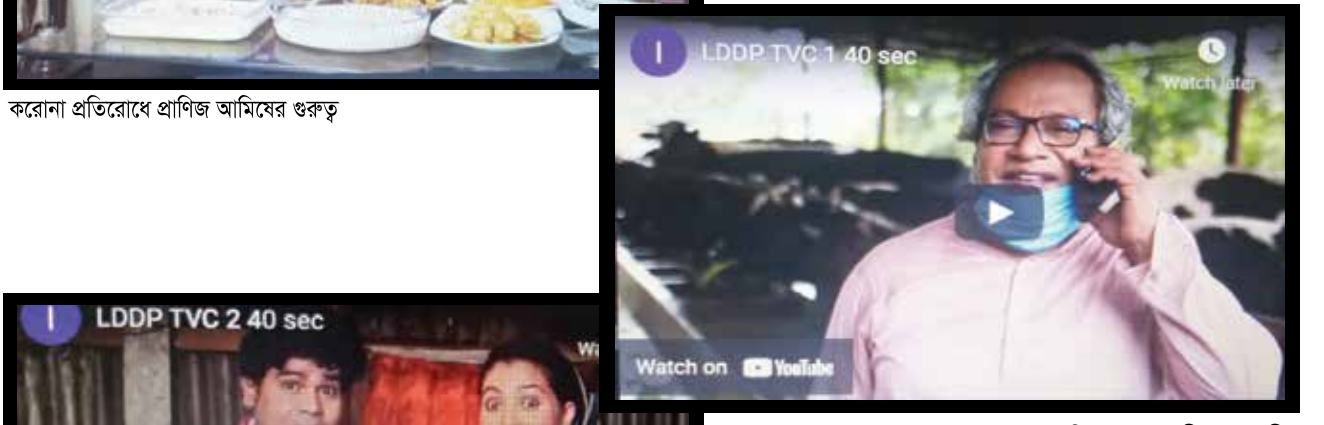

করোনা প্রতিরোধে খামারীদের করনীয়

করোনা প্রতিরোধে দুধ, ডিম, মাংস গ্রহণের গুরুত্ব

ঘ) করোনা প্রতিরোধে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের ভিডিও বার্তা

কোভিড-১৯ সংক্রমণ বৃদ্ধির কারনে লকডাউনকালে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে খামারীদের পাশে থাকার এবং সব ধরনের প্রাণিসম্পদ সেবা প্রদানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করেন। করোনা প্রতিরোধে মাননীয় মন্ত্রী এক বিশেষ ভিডিও বার্তা প্রদান করেন।

করোনাকালে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর ভিডিওবার্তা

প্রিয় দেশবাসী,
আসসালামু আলাইকুম।
“করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে আতংক নয়, সতর্ক হউন। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে খাবারের তালিকায় নিয়মিত দুধ, ডিম, মাছ, মাংস রাখুন। মাছ, মাংস দুধ, ডিম উৎপাদনে জড়িত যারা, উৎপাদন অব্যাহত রাখুন। সরকার সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করবে”।

শ. ম. রেজাউল করিম, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
প্রচারেঃ এলডিডিপ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।

ঙ) ক্ষতিগ্রস্থ দুগ্ধ খামারীদের ক্রিম সেপারেটর মেশিন সরবরাহ

ইমারজেন্সি এ্যাকশান প্লান কার্যক্রমের আওতায় করোনা সংকটকালে এবং করোনাত্তোর কালে দুগ্ধ পেশায় নিয়োজিত খামারীদের দুধ বাজারজাতকরণের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য মিল্ক ক্রিম সেপারেটর মেশিন বিতরনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে প্রায় ১৫০০টি মেশিন খামারী এবং সংগঠন/সমিতির মাঝে বিতরন করা হবে।

অগ্রগতি ঃ

- ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মিল্ক ক্রিম সেপারেটর মেশিনগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে।
- মিল্ক ক্রিম সেপারেটর মেশিনগুলি বিতরনের জন্য গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে।
- জুলাই, ২০২১ মাস হতে মেশিন বিতরন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

চ) করোনাকালীন সময়ে ভ্রাম্যমান দুধ, ডিম ও মাংস বিক্রয়ের বিশেষ উদ্যোগ

করোনা মহামারী বাংলাদেশের অর্থনীতিকে দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। ক্ষতিগ্রস্থ করেছে প্রাণিসম্পদ খাতকে। ২৫ মার্চ, ২০২০ হতে লকডাউনের কারণে খামারের উৎপাদিত দুধ, ডিম ও মাংস বাজারে বিক্রি করতে না পারায় বা কম মূল্যে পণ্য বিক্রির ফলে ভীষণ ক্ষতির মুখে পড়ে এ খাতের খামারীরা। অনেক ক্ষুদ্র খামারীরা তাদের খামার বন্ধ করে দিয়েছে। অন্য দিকে বাজারে দুধ, ডিম, মাংসের সরবরাহ কমে যাওয়ায় এবং করোনা ভীতির কারনে সাধারন জনগণ প্রাণিজ আমিষ থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর নিজস্ব উদ্যোগে সীমিত আকারে খামারীদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রিতে সহযোগিতা প্রদান করে।

মার্চ, ২০২১ দেশে পুনরায় করোনা পরিস্থিতি অবনতি ঘটায় ৫, এপ্রিল ২০২১ থেকে সরকার পুনরায় সারা দেশে লকডাউন ঘোষনা করে। বর্তমান লকডাউন পরিস্থিতিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় খামারীদের উৎপাদিত পণ্য সরাসরি জনগনের কাছে সরবরাহে

খামারী ও প্রাণিসম্পদ বিভাগের যৌথ সহযোগিতায় ভ্রাম্যমান দুধ, ডিম, মাংস বিক্রয়ের এক বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করে। এলডিডিপি এ কার্যক্রম সফল করতে প্রকল্পের ইএপি এর আওতায় প্রতিটি উপজেলায় ভ্রাম্যমান দুধ, ডিম, মাংস বিক্রয় কেন্দ্র চালুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভাড়ায় যানবাহনের ব্যবস্থা করে। কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ে ১১/৪/২০২১ তারিখে সকল জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে এলডিডিপি'র আয়োজনে বিশেষ ভার্চুয়াল মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

● প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উদ্যোগে বাস্তবায়িত এ কার্যক্রমের আওতায় ৫/৪/২১তারিখ থেকে ১২/৫/২১ তারিখ পর্যন্ত মোট ২২৭০৯টি টিমের মাধ্যমে সারা দেশে মোট ৬০,৬৫৪০৩ লি. দুধ, ৩,৪৫,৭৩৫২৫ টি ডিম, ৩,২৫০৪১ কেজি মাংস, ১৯,১০২৬৭ কেজি মুরগি খামারীদের থেকে সংগ্রহ করে ভোক্তাগনের নিকট সরাসরি পৌঁছানো হয় যার মূল্য প্রায় ১৫৬.৩৯ কোটি টাকা।

লকডাউন কালে প্রাণিসম্পদ বিভাগের ভ্রাম্যমান দুধ, ডিম, মাংস বিক্রয় কার্যক্রমের কিছু চিত্র

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের ক্রয় ও আর্থিক অগ্রগতি

১) প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন

প্রকল্প বাস্তবায়নে ডিপিপিতে নির্মাণ/সংস্কার, পণ্য সংগ্রহ এবং ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক সেবা ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে। নিম্নে ক্রয় কার্যক্রমের বিপরীতে ডিপিপিতে বরাদ্দের সংস্থান উল্লেখ করা হলো:

ক্র. নং	ক্রয় কার্যক্রম	ডিপিপি সংস্থান (লক্ষ টাকা)
১.	নির্মাণ কাজ	৯৫০৮২.৮৫
২.	পণ্য ক্রয়	৯৫৮২৭.৮৫
৩.	সেবা ক্রয়	৪৬৪৩২.৬৪
	মোট	২৩৭৫৭৫.০০

প্রকল্প আরম্ভ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ক্রয় কার্যক্রমের বছরভিত্তিক অগ্রগতি নিম্ন সারণীতে দেখা যেতে পারে-

(লক্ষ টাকা)

ক্র. নং	ক্রয় কার্যক্রম	২০১৮-২০১৯		২০১৯-২০২০		২০২০-২০২১		২০২১-২০২১		মোট	
		প্যাকেজ সংখ্যা	কার্যাদেশ মূল্য	প্যাকেজ সংখ্যা	কার্যাদেশ মূল্য	প্যাকেজ সংখ্যা	কার্যাদেশ মূল্য	প্যাকেজ সংখ্যা	কার্যাদেশ মূল্য	প্যাকেজ সংখ্যা	কার্যাদেশ মূল্য
১.	নির্মাণকাজ	২	১২৩১.৮৯	১৫	৫৫৮৮.৫২	০	০	৬	১৬৮.৩৭	২৩	৬৯৮৮.৭৮
২.	পণ্য ক্রয়	৪	১৮৭.০৮	১১	২৭৫৫.৭১	১৯	২০৫৫৮.৪৩	৩	২৯২.৯৩	৩৭	২৩৭৯৪.১৫
৩.	সেবাক্রয়	৩	৬৪৫২.৯৩	৬	৭৩৪.২৮	২৮	৮১২৯.০৫	২	৪৯২২.১২	৩৯	২০২৩৮.৩৮
	মোট	৯	১৪১৮.৯৭	৩২	৯০৭৮.৫১	৪৭	২৮৬৮৭.৪৮	১১	৫৩৮৩.৪২	৯৯	৫১০২১.৩১

২) প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি

প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪২৮০,৩৬.৪৮ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে জিওবি ৩৯৪,৬৩.৪১ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৮৮৫,৭৩.০৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্প আরম্ভ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১২০৯২৮.০৩ লক্ষ টাকা, এর মধ্যে জিওবি ১০৪১৭.৬৫ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১১০৫১০.৩৮ লক্ষ টাকা, যা প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ২৮.২৫০%। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি

অর্থ বছর	এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)			এডিপি অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)			অগ্রগতি হার
	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	
২০১৮-২০১৯ (জানুয়ারী ২০১৮-জুন ২০১৯)	২৬৭.০০	১৪৪৮.০০	১৭১৫.০০	২২২.৭৫	৯২০.১৫	১১৪২.৯০	৬৬.৬৪%
২০১৯-২০২০ (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০)	৩৭০০.০০	১০০০০.০০	১৩৭০০.০০	৩৫৫১.০৫	৮৭০৬.৪১	১২২৫৭.৪৬	৮৯.৪৭%
২০২০-২০২১ (জুলাই ২০২০-জুন ২০২১)	৪৬৫০.০০	১০১৭০০.০০	১০৬৩৫০.০০	৪৪৮৬.৭৭	৮৭৭৩২.২৬	৯২২১৯৭.০৩	৮৬.৭২%
২০২১-২০২২ (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১)	৪৫০০.০০	৪৪৫০০.০০	৪৯০০০.০০	২১৫৭.০৭	১৩১৫১.৫৭	১৫৩০৮.৬৪	৩১.২৪%
সর্বমোট	**১৩১১৭.০০**	**১৫৭৬৪৮.০০**	**১৭০৭৬৫.০০**	**১০৪১৭.৬৫**	**১১০৫১০.৩৮**	**১২০৯২৮.০৩**	২৮.২৫%

* উপরের সারণীতে লক্ষ্য করা যায় যে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এডিপির বরাদ্দের তুলনায় ৬৬.৬৪%, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৮৯.৪৭%, ২০২০-২১ অর্থ বছরের প্রায় ৮৬.৭২% এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরের ডিসেম্বর ২১ পর্যন্ত অগ্রগতির হার ৩১.২৪%।

Acronyms	Full Name	Acronyms	Full Name
AG	Agri Business	MGS	Matching Grant Scheme
ASF	Animal Source Food	MCC	Milk Collection Centre
CSA	Climatic Smart Agriculture	M & E	Monitoring and Evaluation
DH	Dairy Hubs	NDDB	National Dairy Development Board
DPP	Development Project Proposal	PO	Producer Organization

এলডিডিপি'র আর্থিক অগ্রগতি চিত্র (লক্ষ টাকা)

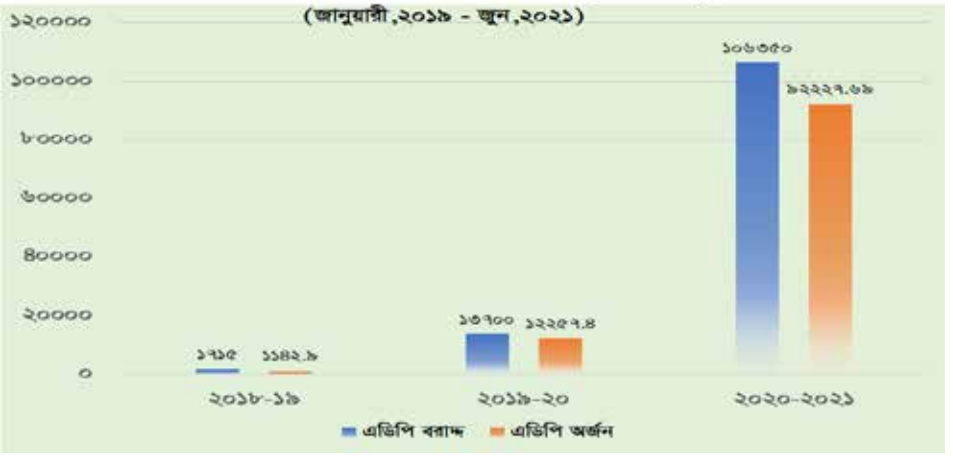

৫ম অধ্যায়

প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ

চ্যালেঞ্জ সমুহ-

প্রকল্পের অধীনে নির্ধারিত সময়ে পিএমইউ স্থাপন ২০ মনিটরিং অফিসার নিয়োগ ৪৬৫ জন এলিও নিয়োগ ৯৩০ জন এলএফএ নিয়োগ এবং ৪২০০ জন এলএসপিকে স্বেচ্চাসেবি হিসেবে প্রকল্পের কাজে সম্পৃক্ত করা একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ ছিল। প্রকল্পের প্রথম বছর এ সকল চ্যালেঞ্জ সফলভাবে উত্তোরণ করা হয়। এ ছাড়া, প্রকল্প বাস্তবায়নে নিম্ন বণিত চ্যালেঞ্জ সমুহ মোকাবেলা করতে হয়েছে এবং হবে।

১) কোভিড-১৯ পরিস্থিতি ঃ ৮ মার্চ/২০২০ কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ বাংলাদেশে প্রথম দেখা দেয়। সংক্রমণের এবং মৃত্যুর হার বাড়তে থাকায় ২৬ মার্চ ২০২০ থেকে সারা দেশে সর্বাত্নক লকডাউন ঘোষনা করা হয়। লকডাউনকালে জরুরী সেবা ছাড়া সকল প্রকার সরকারী, বেসরকারী ও আর্ন্তজাতিক সংস্থার কার্যক্রম বন্ধ থাকে। ফলে প্রকল্পের স্বাভাবিক কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়। এ লকডাউন পরিস্থিতি জুন ২০২০ পর্যন্ত বলবৎ থাকে। লকডাউনোত্তর কোভিড-১৯ পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হলে দাপ্তরিক কার্যক্রমে গতি সঞ্চারিত হয়। এ সময় স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে প্রকল্পের পিএমইউ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের এবং পিএমইউ এর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রকল্প কাজে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করা হয়। ক্ষতিগ্রস্থ খামারীদের জন্য প্রণোদনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়, বিভিন্ন দরপত্রসমুহের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া আরম্ভ করা হয়, মূল্যায়নকৃত দরপত্রের অনুমোদন প্রক্রিয়া শুরু হয়। মার্চ ২০২১ থেকে কোভিড-১৯ সংক্রমন ও মৃত্যুর হার আবারও অধিক হারে বাড়তে থাকায় সরকার ২৮মার্চ, ২০২১ তারিখ ১৮ দফা নির্দেশনা প্রদান করে চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে এবং ৫ এপ্রিল থেকে পুনরায় সারা দেশে লকডাউন ঘোষনা করে। ফলে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারনে এলডিডিপি'র সকল কার্যক্রম বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিঘ্নিত ও বিলম্বিত হয়।

২) ইমারজেন্সি এ্যাকশন প্লান বাস্তবায়নঃ কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত খামারীদের সহায়তা প্রদানের জন্য মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রনালয় কর্তৃক ইমারজেন্সি এ্যাকশন প্লান কার্যক্রম গ্রহন করা হয়। এই প্লানের আওতায় ৪ লক্ষ ২০ হাজার ডেইরী খামারী এবং ২ লক্ষ পোল্ট্রি খামারী নির্বাচন এবং তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ যাচাই বাছাই করা এবং বিকাশ, নগদ, এবং ব্যাংকের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ খামারীদের নিকট নির্ধারিত পরিমান অর্থ প্রেরণ একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ ছিল যা সফলভাবে মোকাবেলা করা হয়।

৩) আর্ন্তজাতিক ফার্ম/প্রতিষ্ঠান নিয়োগ ঃ ২০২০ সাল ছিল প্রকল্পের টেকঅফ সময়। এ বছরই ডিপিপি অনুযায়ী প্রধান প্রধান কাজগুলি আরম্ভের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। প্রকল্পের কতিপয় ক্রয় কাজের উপর পরবর্তী কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নির্ভরশীল। যেমন- এফ এ এও নিয়োগের উপর নির্ভরশীল প্রোডিইউসার গ্রুপ তৈরী, ফার্মার্স গ্রুপ মবিলাইজেশস, বেইজ লাইন তৈরী, ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্ম নিয়োগের উপর ২৩টি আধুনিক জবাইখানা নির্মাণ, ১৯২টি মাংসের কাঁচাবাজার উন্নয়ন ও সংস্কার। অনুরুপভাবে এগ্রিবিজনেস ফার্ম নিয়োগ না হলে ৫৫০০টি ফার্মার্স গ্রুপের জন্য ভ্যালুচেইনভিত্তিক ব্যবসা কার্যক্রম, ভিলেজ মিল্ক কালেকশন সেন্টার, ডেইরি হাব স্থাপন, মিল্ক কুলিং সেন্টার স্থাপন, চীজ ও ইয়োগার্ট উদ্যোক্তা সহায়তা প্রদান, মিল্কিং মেশিন সরবরাহ, ম্যাচিং গ্রান্ট প্রদান ইত্যাদি কাজগুলি আরম্ভ করা সম্ভব হবে না।

কোভিড পরিস্থিতির কারনে জীবনের ঝুঁকি নিয়েও পিএমইউ -ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্ম নিয়োগ, এগ্রিবিজনেস ফার্ম নিয়োগ, এফএও নিয়োগ এবং মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক ক্রয় কার্যক্রম সমুহের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করে।

৪) ম্যাচিং গ্রান্টের অধিনে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ঃ ২০২০ সাল ছিল প্রকল্পের টেকঅফ সময়। এ বছরই ডিপিপি অনুযায়ী প্রধান প্রধান কাজগুলি আরম্ভের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। কোভিড পরিস্থিতির কারনে জীবনের ঝুকি নিয়েও পিএমইউ কতিপয় গুরুত্বপূর্ন কাজ যথা-ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্ম নিয়োগ, এগ্রিবিজনেস ফার্ম নিয়োগ, এফএও নিয়োগ এবং

মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক ক্রয় কার্যক্রম সমুহের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করে।

৫) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ঃ প্রকল্পের আওতায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সুফলভোগী খামারীর বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের পদক্ষেপ ২০২০ সালে গ্রহন করা হয়। কিন্তু কোভিড পরিস্থিতির কারণে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা এবং সরকারের স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের প্রয়োজন হওয়ায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ক্যালেন্ডার মোতাবেক ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

৬) ফার্মাস গ্রুপ গঠন ও মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন ঃ মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম যথা- ফার্মাস গ্রুপ গঠন, গ্রুপ মবিলাইজেশন, ফার্মাস ফিল্ড স্কুল স্থাপন, সুফলভোগী নির্বাচন, প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী ইত্যাদি কার্যক্রমগুলি সম্পাদনের পরিকল্পনা গ্রহন করা হলেও কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে যথাসময়ে সম্পাদন সম্ভব হয়নি।

৭) স্কুল মিল্ক প্রোগ্রাম ঃ প্রকল্পের মাধ্যমে ৭০০টি স্কুলে ১লক্ষ ৪৪ হাজার ছাত্রকে নিরাপদ দুগ্ধ সংস্থান রয়েছে। এই কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কারখানা এবং প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তরের সমন্বিত প্রয়াস প্রয়োজন।

৮) ক্রয় আইন ও বিধিমালা ঃ এ প্রকল্পের অধিনে ক্রয়সমুহ পিপিআর এবং বিশ্বব্যাংকের বিধিমালা অনুসরণ করতে হয়। পিপিআর এবং বিশ্ব ব্যাংকের ক্রয় বিধিমালা সর্ম্পকে ক্রয়কাজে জড়িত পিএমইউ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি এবং অর্থমন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ওয়াকিবহালসহ দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

সুপারিশ ঃ

১) কোভিড-১৯ এর ন্যায় সম্ভাব্য পরিস্থিতির বাস্তবতা বিবেনায় রেখে প্রকল্প বাস্তবায়নে সকলকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

২) কোভিড-১৯ জনিত কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে সৃষ্ট বিলম্বতা উত্তরনের জন্য বাস্তবধর্মী কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়ন এবং তা বাস্তবায়নে এলডিডিপির সকল কর্মকর্তা কর্মচারী সহ প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীকে অধিকতর তৎপর ও সক্রিয় হতে হবে।

৩) ফার্মারস গ্রুপ গঠন ও মবিলাইজেশন সম্পূর্ণ করার নিমিত্ত এলডিডিপির এবং এফএও সহ সংস্লিষ্ট সকলকে আরও সক্রিয় ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

৪) কৃষকদের মাঝে আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তনের জন্য সকল প্রশিক্ষন কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পূর্ণ করতে হবে। মেচিং গ্রান্টের কার্যক্রম বাস্তবায়নে এগ্রি বিজনেস ফার্ম এবং এলডিডিপিকে জরুরী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫) পিএমইউ কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল কার্যক্রমের মনিটরিং ব্যবস্থা আরও জোরদার করার লক্ষে কম্পিউটার বেজড Project Monitoring Information System পিএমআইএস এবং Accounting একাউন্টিং সফটওয়ার দুইটির সমৃদ্ধিকরণ এবং ধারাবাহিকভাবে ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।

৫) প্রকল্পের বিভিন্ন কাজে সহযোগীতার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত / নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান/ফার্ম যথা এফএও, ইউনিডো, ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্ম ও এগ্রিবিজনেস ফার্ম কে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নে তৎপর হতে হবে।

Acronyms	Full Name	Acronyms	Full Name
DDB	Dairy Development Board	IPs	Implementing Partners
ESM	Environmental & Social Management	PG	Producer Group
AG	Agri Business	MGS	Matching Grant Scheme
PMU	Project Management Unit	PPP	Public Private Partnerships
ASF	Animal Source Food	MCC	Milk Collection Centre
PIU	Project Implementation Unit	PPR	Public Procurement Rule
CSA	Climatic Smart Agriculture	M & E	Monitoring and Evaluation
SME	Small & Medium Enterprises	PPs	Project Proposals
DH	Dairy Hubs	NDDB	National Dairy Development Board
FFS	Farmers Field School	PPE	Personal Protection Equipment's
DPP	Development Project Proposal	PO	Producer Organization
FOs	Farmer Organizations	PEC	Project Evaluation Committee
DDB	Dairy Development Board	IPs	Implementing Partners
FAO	Food and Agricultural Organization	PIC	Project ImplementationCommittee
ESM	Environmental & Social Management	PG	Producer Group
GHG	Green House Gas	SIA	Social Impact Assesment
PMU	Project Management Unit	PPP	Public Private Partnerships
GRM	Grievance Redress Mechanism	PMU	Project Management Unit
PIU	Project Implementation Unit	PPR	Public Procurement Rule
HH	House Hold	PIU	Project Implementation Unit
SME	Small & Medium Enterprises	PPs	Project Proposals
HACCAP	Hazard Analysis and Critical Control Points	PPE	Personal Protection Equipment's
FFS	Farmers Field School	PAD	Project Appraisal Document
FOs	Farmer Organizations	PEC	Project Evaluation Committee
MVC	Mobile Veterinary Clinic	PIM	Project Implementation Manual
FAO	Food and Agricultural Organization	PIC	Project ImplementationCommittee
LFA	Livestock Field Assistant	TA	Technical Assistance
GHG	Green House Gas	SIA	Social Impact Assesment
LSP	Local Service Provider	TOR	Terms of Reference
GRM	Grievance Redress Mechanism	PMU	Project Management Unit
LIPP	Livestock Insurance Pilot Program	NCC	National Consultation Committee
HH	House Hold	PIU	Project Implementation Unit
LEO	Livestock Extension Officer	VC	Value Chain
HACCAP	Hazard Analysis and Critical Control Points	PAD	Project Appraisal Document
CPMIS	Computerized Project Mana-	UNIDO	United Nations Industrial Develop-
MVC	Mobile Veterinary Clinic	PIM	Project Implementation Manual
LFA	Livestock Field Assistant	TA	Technical Assistance
HRM	Humane Resource Management	VMCC	Village Milk Collection Centre
LSP	Local Service Provider	TOR	Terms of Reference
MG	Matching Grant	WB	World Bank
LIPP	Livestock Insurance Pilot Program	NCC	National Consultation Committee
LEO	Livestock Extension Officer	VC	Value Chain
CPMIS	Computerized Project Mana-	UNIDO	United Nations Industrial Develop-
	gement Information System		ment Organization
HRM	Humane Resource Management	VMCC	Village Milk Collection Centre
MG	Matching Grant	WB	World Bank

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) এর প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট(পিএমইউ) তে কর্মরত কর্মকর্তা, পরামর্শক ও কর্মচারীদের তালিকা ঃ

ক্র. নং	কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম	পদবী	মোবাইল নং	ই-মেইল নং
১.	মো: আব্দুর রহিম	প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)	০১৭১১-৩৪২৯৮৮	rahimmoi@yahoo.com
২.	ড. মো. গোলাম রব্বানী	চীফ টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর	০১৭৩১-২৪৩৬৫৪	grabbi2004@yahoo.com
৩.	ডা. মো. নূরুল আমীন	উপ প্রকল্প পরিচালক	০১৭১১-৬৭১২৭৩	
৪.	মোহাম্মদ শাহ আলম বিশ্বাস	উপ প্রকল্প পরিচালক	০১৭১১৭০৫৩১৮	shahalom.dls@gmail.com
৫.	মো. এ.বি.এম. মুস্তানুর রহমান	উপ প্রকল্প পরিচালক	০১৭১১০৬৯৫০৮	mustanur2010@gmail.com
৬.	ড. মোহাম্মদ শাকিফ-উল-আজম	উপ প্রকল্প পরিচালক	০১৭১২০০৫২৩৯	shakif78@gmail.com
৭.	ইঞ্জি: পার্থ প্রদীপ সরকার	উপ প্রকল্প পরিচালক	০১৯১১৫৭৭৮৮৭	ppsarkar86@yahoo.com
৮.	ড. মো: শাহজাহান আলী খন্দকার	প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট	০১৭১২২০০৯৩২	khandakersjahan62@gmail.com
৯.	ডা: অরবিন্দ কুমার সাহা	এ্যানিমেল হেল্‌থ এক্সপার্ট	০১৭৩৭৬৮৭২৫৮	aksaha55@yahoo.com
১০.	খো: জাহির হোসেন	সিনিয়র মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন স্পেশালিষ্ট	০১৭০৮১৬৯৩৪৪	kzahirh@yahoo.com
১১.	মোঃ আবু ছৈয়দ	এনভারমেন্টাল এন্ড সোস্যাল সেফগার্ড স্পেশালিস্ট	০১৭৩০০১৯২১৩	mabusyed@gmail.com
১২.	লুৎফুন নাহার	স্যোসাল এন্ড জেন্ডার স্পেশালিস্ট	০১৭১৭৬১৬৩৮৮	lutfun2050@gmail.com
১৩.	মুনির সিদ্দিকি	সিনিয়র প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিষ্ট	০১৮১৯-২৮৪৩০৮	munir.siddiquee@gmail.com
১৪.	মো: জাহিদ হোসেন	ন্যাশনাল ডেইরি এক্সপার্ট	০১৭৩২-৮৬২২১৮	jahid58@gmail.com
১৫.	মু: গিয়াস উদ্দিন তালুকদার	এগ্রিবিজনেস এক্সপার্ট	০১৭১২৯২৪০৪৮	gias4135@gmail.com
১৬.	শেখ মাহবুব আহম্মেদ	আইসিটি এক্সপাট	০১৭১১৪৬৬৬৩০	ict.lddp@gmail.com
১৭.	কল্যাণ কুমার ফৌজদার	ট্রেনিং এন্ড এক্সটেনশান এক্সপার্ট	০১৭১৮-৮৯১৫০৭	kalyanf@ymail.com
১৮.	ডা. বি এম আব্দুল হান্নান	এ্যানিমেল রিপ্রোডাকটিভ হেলথ এক্সপার্ট	০১৭৬৯-০০৩৩১১	hannan3311@gmail.com
১৯.	সোনিয়া মাওলা	জুনিয়র ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্ট	০১৭২৭-৩৪৬৩২৭	soniamowla@yahoo.com
২০.	ফয়েজ আহমেদ	জুনিয়র ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট	০১৭২০-০৪৪৭৯২	faiz451@yahoo.com
২১.	ইঞ্জি: মো: মিছবাহুজ্জামান চন্দন	ফুড সেফটি এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল এক্সপার্ট	০১৭১১-০০৬৩২৭	chandanmisba@yahoo.com
২২.	রবীন্দ্র নাথ পাল	জুনিয়র প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট	০১৭১০৪৯৫১২২	rabinpec@gmial.com
২৩.	শেখ শরিফুল ইসলাম	জুনিয়র প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট	০১৭৬২৬২৫৫৩৪	sks571610@gmail.com
২৪.	ইঞ্জি: মো: আছলাম হোসেন মোল্লা	সহকারী প্রকৌশলী	০১৭৬৫-৮৬৭১৯১	aslammahmood5@gmail.com
২৫.	ইঞ্জি: খোকন আহমেদ	সহকারী প্রকৌশলী	০১৫২১-৩৯৮৯৬৬	khokon.ahmed1992@gmail.com
২৬.	ইঞ্জি: শ্যাম কুমার ঘোষ	সহকারী প্রকৌশলী	০১৬৮৮-৪২৪২৮২	Shamkumarbdsb82@gmail.com
২৭.	মোঃ মাহামুদুল হাসান	মনিটরিং অফিসার	০১৭২২১৮৭০৩১	chanchal0806@gmail.com
২৮.	মোঃ বাইজিদ হাসান	মনিটরিং অফিসার	০১৭৪০৬০০৪৫৬	bayezidhassan1983@gmail.com
২৯.	তনিমা পারভীন ইভা	মনিটরিং অফিসার	০১৭৫৪৪২৪২৭১	tonima.bau@gmail.com
৩০.	মির্জা দিলরুবা জাহান	মনিটরিং অফিসার	০১৭৪২৮৯১৩৭৩	sumamirza9@gmail.com
৩১.	শাহিনুর তানিয়া	মনিটরিং অফিসার	০১৭৮৯৪৩০১৫২	shahinurtania.bau@gmail.com
৩২.	ফারজানা আক্তার	মনিটরিং অফিসার	০১৮৩৯৫৬৫৮০১	farzanashikdar35@gmail.com
৩৩.	আতিকুর রহমান	মনিটরিং অফিসার	০১৭২৯৭০৪০৭২	ra1315750@gmail.com
৩৪.	নিলুফা ইয়াসমিন	মনিটরিং অফিসার	০১৭৮০১৯৩৮৯২	nilufa.s1283@gmail.com

৩৫.	মোঃ আতিকুল ইসলাম	মনিটরিং অফিসার	০১৭৪৯২৪২৩৬৯	abiplob64@gmail.com
৩৬.	সুস্মিতা মান্নান	মনিটরিং অফিসার	০১৭৫১৬০০৭১০	susmita.mannan03@gmail.com
৩৭.	প্রিয়াংকা শাহা তুলি	মনিটরিং অফিসার	০১৭৪৫৯৮৭৩৯১	tuli2308@gmail.com
৩৮	মোঃ আল আমিন	মনিটরিং অফিসার	০১৬৮০৩০০৯৭৪	alaminsorkar252512@gmail.com
৩৯.	আদিবা ফারীহা	মনিটরিং অফিসার	০১৬৭৪৫৭৩৩৫০	adibafariha26@gmail.com
৪০.	মোহা. নিজামুল হক তৌহিদ	মনিটরিং অফিসার	০১৬৭৬৫১৭৭৫০	nh.touhid.1@gmail.com
৪১.	রাজিব কুমার রায়	মনিটরিং অফিসার	০১৭১৬৯২০৯৪০	kbd.rajib@gmail.com
৪২.	মোঃ নওয়াজিস খান তারিক	মনিটরিং অফিসার	০১৭৫২৩০৫৪৯০	mnkhan.tariq@gmail.com
৪৩.	ইরানী মন্ডল	মনিটরিং অফিসার	০১৭৫৯৩৮৪৩৯৭	iranimondal017@gmail.com
৪৪.	মো: মোমিন তালুকদার	মনিটরিং অফিসার	০১৭৩৯৫১৬১৬১	munimtalukder3503@gmail.com
৪৫.	মো: রাজিব মোল্লা	মনিটরিং অফিসার	০১৫১৫৬৯০৭৮১	rm237750@gmail.com
৪৬.	উম্মে হাবিবা	মনিটরিং অফিসার	০১৬৩৬৪৪০৯৫৫	ummehabiba03101996@gmail.com
৪৭.	মির্জা মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান	হিসাব রক্ষক	০১৭১০-৫৩১৬৭৬	mirjasuhag78@gmail.com
৪৮.	মোঃ মেহেদী হাসান	হিসাব রক্ষক	০১৭২৩-৩৩২৭৭৮	mhasan1982.mh@gmail.com
৪৯.	মোঃ ইয়ামিন হোসেন	হিসাব রক্ষক	০১৯২২-৩৭১৫৩১	yaminhossain237@gmail.com
৫০.	মোঃ আব্দুস ছালাম	অফিস সহকারী	০১৭৩৭-৭৯৬৫১০	salam129139@gmail.com
৫১.	ফারজানা মান্নান (উরমী)	অফিস সহকারী	০১৯১৪-৯৫৫৪৯০	urmee1988@gmail.com
৫২.	মোঃ শামিম আহমেদ	অফিস সহকারী	০১৭০০-৮০২০২২	dls.shamim19@gmail.com
৫৩.	সফি আহমেদ	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	০১৫৩৮৮১২৫০০	safiahmed115@gmail.com
৫৪.	আরিফ মিয়া	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	০১৭৯৯-৩৪৪২৭৬	arifmiahrhospital@gmail.com
৫৫.	মোঃ মীর রায়হান	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর		mirrayhan000@gmail.com
৫৬.	মোঃ সামছুজ্জামান	ব্যক্তিগত সহকারী	০১৭১৫-৮০৩৩৩৬	-
৫৭.	মোঃ আতিকুর রহমান	ব্যক্তিগত সহকারী	০১৭১৭-৫১১১৩২	atikur.rahman1@yahoo.com
৫৮.	মোঃ আলমগীর হোসেন	অফিস সহায়ক		-
৫৯.	মোঃ সাইফুল ইসলাম	অফিস সহায়ক	০১৭১৮-০৭৫৬৮০	-
৬০.	মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক	অফিস সহায়ক	০১৯১২-৭২২০৪৫	-
৬১.	মোঃ সাজ্জাদ হোসেন	অফিস সহ. কাম- কম্পিউটার অপারেটর(আউটসর্সিং)	০১৭৯৯০৬০৬২৫	shazzadh41@gmail.com
৬২.	বিনয় কৃষ্ণ অধিকারী	অফিস সহ. কাম-কম্পিউটার অপারেটর(আউটসর্সিং)	০১৯৩০২৭৬৫৩২	binoyadhikary05@gmail.com
৬৩.	মোঃ আকতার হোসেন	অফিস সহ. কাম- কম্পিউটার অপারেটর(আউটসর্সিং)	০১৮৩৭৪৯৫৮৯৬	-
৬৪.	মোঃ জিয়াউর রহমান	গাড়ী চালক(আউটসর্সিং)	০১৭৩৫৯৪৪৯৯৯	-
৬৫.	মোঃ আমিরুল হোসেন	গাড়ী চালক(আউটসর্সিং)	০১৭৬৭৪১১৮৭৮	-
৬৬.	মোঃ ঈশা গাজী	গাড়ী চালক(আউটসর্সিং)	০১৭১৮১৭২৬৩৫	-
৬৭.	মোঃ ইব্রাহীম	গাড়ী চালক(আউটসর্সিং)	০১৭২১২৫৪৪০৮	-
৬৮.	মোঃ হারুন	গাড়ী চালক(আউটসর্সিং)	০১৮৩২১৬৬১৯১	-
৬৯.	মোঃ জহির	গাড়ী চালক(আউটসর্সিং)	০১৬৩২২৬২১৯১	-
৭০.	মোঃ জাকির	গাড়ী চালক(আউটসর্সিং)	০১৭৩১৩১৫৩৮১	-
৭১.	মোঃ ইয়াছিন	গাড়ী চালক(আউটসর্সিং)	০১৭৪৫৯৮২৯১৩	-
৭২.	মোঃ নাজিরুল ইসলাম	অফিস সহায়ক(আউটসর্সিং)	০১৬৭৭৩৩৯৮৫৮	-
৭৩.	মোঃ মাজেদুল হক	অফিস সহায়ক(আউটসর্সিং)	০১৬৩৬০৮৪৯২৯	-